আপনার হজ্জ্ব শুদ্ধ হচ্ছে কি!

(হজ্জ্ব, ওমরাহ ও যিয়ারত বিষয়ক জাল ও যঈফ হাদীস সংকলন)

মূল

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

তত্ত্বাবধানে

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীস্যান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব

সংকলন

মোহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি!

(হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাহ বিষয়ক জাল ও যঈফ হাদীস সংকলন)

মূল ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী

(হাদীস বিশ্লেষণগ্রন্থ "সিলসিলাতু আহাদীসিয যঈফা ওয়াল মাউযুআ ওয়া আছারুহা ফিল মুজতামাহ" হতে হজ্জ বিষয়ক বানোয়াট ও জাল হাদীসসমূহের সংকলন)

তত্ত্বাবধানে

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীস্যান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

এম. এ. দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মহা পরিচালক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনষ্টিটিউট, কাজীবাড়ী, চাঁন পাড়া, উত্তর খান, ঢাকা

বিভাগীয় প্রধান - শিক্ষা ও দাওয়াহ বিভাগ, (সাবেক) : জমঈয়তু ইহ্য়াউত্ তুরাছ আল-ইসলামী, কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস

সহকারী অধ্যাপক (সাবেক), বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সংকলন ঃ মোহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা

কামিল (তাফসীর) মাদরাসা আলীয়া, ঢাকা

প্রকাশনায়

জায়েদ লাইব্রেরী

আপনার হজ্জ শুদ্ধ হচ্ছে কি!

মূল ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী
সংকলন মোহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ

প্রকাশক
মোহাম্মদ জহুরুল হক
৫৯ সিক্কাটুলী লেন
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৪৩২ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১১ ঈসায়ী

মুদ্রণঃ আফতাব আর্ট প্রেস
২৬, তনুগঞ্জ সুত্রাপুর, ঢাকা

বিনিময়ঃ ৫০/= (পঞ্চাশ টাকা) মাত্র

উপক্রমণিকা

بسم الله الرحمن الرحيم ألحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي خير خلقه محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে উত্তম দৈহিক আকৃতি দিয়ে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ইহকালীন সার্বিক সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তির নিমিত্ত তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়াতের বাণী প্রয়োজন অনুযায়ী যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন। এটা পরম সৌভাগ্য যে, রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। প্রত্যেক নবী ও রাসূল উম্মতদের জন্য ঐশী গ্রন্থ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি উম্মতের প্রতিটি জাগতিক কর্মতৎপরতার জন্য উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। ধর্মীয় প্রতিটি বিধি বিধান সঠিকভাবে প্রতিপালনে নিঃসন্দেহে সওয়াব প্রাপ্তির নিশ্চিত স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু কতিপয় বিশেষ ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন:- হজ্জব্রত পালন, রামাযান, কুরবানী, জিহাদ, যাকাত প্রদান, সাদাকায়ে জারিয়া ইত্যাদি প্রতিপালনে বিপুল সওয়াব অর্জনের সুবিধা গুরুত্বের সাথে ঘোষিত হয়েছে। নিশ্চয় সন্তোষজনক সওয়াব অর্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। পাপের বোঝা যেমন জাহান্নাম প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে তেমনি সওয়াবের প্রাচুর্য্য ও জান্নাতের অনন্ত সুখ অর্জনের পথকে প্রশস্ত করবে। স্মর্তব্য, মানুষের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা পর্যাপ্ত ধন- সম্পদের সমাগম ঘটলে অন্যান্য পূণ্য কাজের মত হজ্জব্রত পালনের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে।

শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামর্থ্যের মাধ্যমে হজ্জ সম্পাদনে কতিপয় নির্ধারিত নিয়ম প্রতিপালন এবং দোয়া পাঠ করণের জন্য একটি বিশুদ্ধ নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। হজ্জের সময় এসব অনুসৃত নিয়ম বিধি ও কর্মকান্ডগুলোর দিকে তাকালে খুব সহজেই লক্ষ্য করা যাবে যে, এ হলো আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও নৈতিক পরিপুষ্টি লাভের একটি কর্মধারা প্রগাঢ় আল্লাহভক্তি এবং নিয়ম শৃঙ্খলামূলক অভিজ্ঞতার একটি প্রক্রিয়া। মানবীয় কল্যাণ ও প্রেরণাদায়ক জ্ঞানার্জনের একটি কার্যপ্রণালী। আর এই সবকিছুর একমাত্র সমাবেশ ঘটে ইসলামের একটি মাত্র অনুষ্ঠানে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে কিছু অনিয়ম এবং বাহ্যিকভাবে শ্রুতিমধুর কতিপয় আমল ও দোওয়া। ভিত্তিহীন এসব নিয়ম রীতি এবং আমল হজ্জ পালনের মূল উদ্দেশ্যকেই ম্লান করে দেয়। কল্যাণ অর্জনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নিবেদিত প্রাণ মুসলমানগণ বিবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দুনিয়ার বৃহত্তম বার্ষিক ধর্মীয় সম্মেলন হজ্জে গমন করে থাকেন। সুতরাং

অসাধারণ পরিবেশে অর্জিত এরূপ মানবীয় অভিজ্ঞতা ও কল্যাণ একমাত্র হাজীদের পক্ষেই চমৎকারভাবে অর্জন এবং অনুভব করা সম্ভব। কোরআন ও হাদীছের সহীহ পদ্ধতি অনুসরণ ভিন্ন এটা অর্জন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক হজ্জগমনেচ্ছু ব্যক্তি ও হাজীগণকে আরও সচেতন করার ইচ্ছায় বক্ষমান এ বইটি সঙ্কলন করা হয়েছে। এতে সন্নিবেশিত হয়েছে হজ্জ সম্পর্কিত বহু জাল ও দুর্বল হাদীছের বিস্তৃত ব্যাখ্যা - যেগুলো দীর্ঘকাল যাবৎ হাজীগণের নিকট অনুসরণীয় বাক্য হিসেবে বিবেচিত। মাবরুর হজ্জের পরিপূর্ণতায় প্রত্যেকে নিজেদের আমল প্রকৃত পক্ষে সহীহ্ কিনা তা যাচাই করার জন্য অত্র বইটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার জন্য অনুরোধ রইল।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানীর রচিত ' সিলসিলাতুল আহাদীসুয যঈফা ওয়াল মাওযূয়া ওয়া আছারুহাস সায়্যিউ ফিল মুজতামা' বইয়ের বিষয় সমুহ থেকে হজ্জ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ হাদীসসমূহ বক্ষমান বইয়ে আমি সংকলন করার প্রয়াস চালিয়েছি। বইটির নামকরণ করা হয়েছে " জাল ও যঈফ হাদীস -হজ্জ সিরিজ নং-১। বইটিতে হাদীস নং যথাক্রমে মূল বইয়ের হাদীস সমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ক্রমিক নং আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বইটি যেহেতু হাদীছ সংক্রান্ত তাই পাঠক সমাজের সুবিধার্থে কিছু পরিভাষা:

মারফূ- যে হাদীছের সনদ সরাসরি নবী (সঃ) পর্যন্ত পৌছেছে।

মাওকুফ: যে হাদীছের সনদ সাহাবা পর্যন্ত পৌছেছে।

রাবী- বর্ণনাকারী।

মুনকার- যে হাদীছ সহীহ হাদীছের বিপরীত। অর্থাৎ সহীহ হাদীছে যে ভাষায় হাদীছটি বর্ণনা হয়েছে উল্লেখিত হাদীছে তার বিপরীত।

মুনকার বর্ণনাকারী-যে বর্ণনাকারী সহীহ হাদীছের বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেন।

মুদাল্লাস- যে হাদীছের বর্ণনাকারী তার ধারাবাহিকতা থেকে কোন একজন বর্ণনাকারীর নাম গোপন রেখেছে।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এই জটিল সংকলনে যদি কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি আপনাদের নজরে আসে তবে তা এই অধমকে জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আল্লাহ্ আপনাদের হজ্জকে কবুল করে আমার এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করুন। আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে তাঁর কুরআন ও তাঁর রসূলের সহীহ হাদীছ পালন করে আমাদের আমলকে তার দরবারে কবুল হওয়ার উপযোগী করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

--খাদিমুল ইসলাম

মোহাম্মাদ জহুরুল হক

١/٤٥ - مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

১/৪৫। যে ব্যক্তি হজ্জ করলো, অথচ সে আমাকে যেয়ারত করলো না। সে আমার সাথে যুলুম করলো।

موضوع .قاله الحفظ الذهبي في« الميزان»(٣\٢٣٧)، وأورده الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» (ص ٦)، كذا الزركشي،والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص ٤٢).قلت: وآفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه ابن عدي(٧\ ٢٤٨٠)، وابن حبان في «الضعفاء»(٢\ ٧٣)، عنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢\ ٢١٧)،وقالا:« يأتي عن الثقات بالطامات،وعن الأثبات بالمقلوبات»،قال ابن الجوزي عقبه:«قال الدارقطني: الطعن فيه محمدبن محمد بن النعمان» . ومما يدل علي وضعه أن جفاء النبي من الكبائر، إن لم يكن كفرا، وعليه فمن ترك زياره يكون مرتكبا لذنب كبير وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج،وهذا مما لا يقوله مسلم، ذلك لأن زيارته وإن كانت من القربات،فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات، فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي ومعرضا عنه؟

হাদীছটি জাল(বানোয়াট): হাফেয যাহাবী তার "আল-মিযান" (৩ঃ২৩৭)-এ তা উল্লেখ করেছেন, এবং আল্লামা সাগানী "আল-আহাদীছুল মাউযুআ" (৬পৃঃ)-তে উল্লেখ করেছেন, অনুরূপভাবে আল্লামা যারকাশী এবং শাওকানী তাঁর "আল-ফাওয়ায়িদিল মাজমুআ ফিল আহাদীছিল মাউযুআ" (৪২পৃঃ)-তে উল্লেখ করেছেন। আমার মতে (আল্লামা আলবানী) : এই হাদীছের সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ নোমান বিন শিবল অথবা তাঁর দাদা। তাঁর সনদ এরূপ: তিনি বলেন: আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মালেক তিনি নাফে থেকে তিনি ইবনে উমার থেকে মারফু সূত্রে। অত্র হাদীছটি ইবনে আদী (৭ঃ২৪৮),এবং ইবনে হিব্বান " আয-যুয়াফা"(২ঃ৭৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এবং ইবনুল জাওযী তাঁর "আল-মাওযুআত"(২ঃ২৪৮)উভয়ের উদ্ধতি উল্লেখ করেছেন: ছেক্বা রাবীগণ হতে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছেন, এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে তা পরিবর্তন করেছেন"। অতঃপর ইবনুল জাওযী তার পরে মন্তব্য করেন: ইমাম দারাকুতনী বলেছেন: মুহাম্মদ বিন মুহাম্মাদ এই হাদীছের মধ্যে অভিযুক্ত "। এরই

পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রমাণিত হয় যে, নবী (সঃ)-এর সাথে যুলুম করা কবীরা গুনাহসমুহের অর্ন্তভুক্ত। যদিও সেটা কুফরীর পর্যায়ের নয়। এবং যে নবী (সঃ)-এর কবর যেয়ারত করবে না, সে এই কবীরাগুনাহে লিপ্ত হবে। এবং এটা যেয়ারতকে হজ্জের মত ওয়াজিব হতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণিত হয় না। কেননা নবী (সঃ)-এর কবরকে যিয়ারত করা, যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ওলামাদের নিকট মুস্তাহাব আমল ছাড়া অন্য কিছু প্রমাণিত হয় না। তাহলে যে তা ছেড়ে দিলো কিরূপে সে নবীর সাথে যুলুম করলো, এবং তাঁর বিরোধীতা করলো?!

٢/٤٦- مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَهِيْمَ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২/ ৪৬। যে একই বছরে আমাকে যেয়ারত করলো এবং আমার পিতা ইবরাহিম (আঃ)-কে যেয়ারত করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

موضوع.قال الزركشي في «الآلي والمنثورة» (رقم ١٥٦ - نسختي) قال بعض الحفاظ: هو موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وكذا قال النووي :هو موضوع لا أصل له وأورده السيوطي في «ذيل الأحاديث الموضوعة» (رقم ١١٩) وقال «قال ابن تيمية والنووي :إنه موضوع لا أصل له.» وأقره الشوكاني (ص٤٢).

হাদীছটি জাল (বানোয়াট): আল্লামা যারকাশী তাঁর "আলআলী ওয়াল মানছুরাহ" (১৫৬ নং আমার কিতাবে -আলবানীর মতে) উল্লেখ করেছেন: কোন কোন হাফেয বলেছেন: তা জাল। এবং তা হাদীছের ক্ষেত্রে কোন আলেম তা বর্ণনা করেননি। অনুরূপ ভাবে ইমাম নববী বলেন: তা জাল। এর কোন মূল ভিত্তি নেই। আল্লামা সুয়ুতী তাঁর কিতাব"যায়লুল আহাদীছুল মাওযুআ"(১১৯নং)-এ এই মতই উদ্ধৃত করেছেন। এবং বলেন: ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম নববী বলেন: এই হাদীছটি জাল এর কোন মূল ভিত্তি নেই (৪২পৃঃ)।

٣/٤٧- مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ.

৩/৪৭। যে হজ্জ করলো অতঃপর সে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যেয়ারত করলো সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে যেয়ারত করলো।

•موضوع: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣\٢٠٣\٢) وفي «الاوسط»: (١١\١٢٦\٢) من زوائد المعجمين الصغير و الأوسط) وابن عدي في «الكامل» والدراقطني في «سننه» (ص ٢٧٩) والبيهقي

(٥\٢٤٦) والسلفي في «الثاني عشر من المشيخة البغدادية» (٥٤ \ ٢) كلهم من طريق حفص بن سلميان أبي عمر عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبدالله بن عمر مرفوعا به. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، وفيه علتان: الأولي: ضعف ليث بن أبي سليم.والثاني: أن حفص بن سليمان هذا-وهو القارئ، ،يقال له: الغاضري- ضعيف جدا كما أشار إليه الحافظ ابن حجربقوله في التقريب»:«متروك الحديث»، ،وقال ابن معين:«كان كذابا»،وقال ابن خراش:«كذاب، يضع الحديث»

হাদীছটি জাল (বানোয়াট): ইমাম ত্ববারাণী "আল-মুজামুল কাবীর" (৩/৩ঃ-২/২) "আল-আওসাত"(১/১২৬/২) ইবনে আদী "আল-কামিল" দারাকুত্বনী "সুনান" (২৭৯পৃঃ) বায়হাক্বী(৫/২৪৬)এ হাদীছটি সকলেই হাফস বিন সুলায়মান আবু উমার লাইছ বিন আবি সুলাইম মুজাহিদ থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে: এই হাদীছের সনদ দুটি কারণে অত্যাধিক দুর্বল। প্রথমত: লাইছ বিন আবু সুলাইম যয়ীফ। দ্বীতিয়ত: হাফস বিন সুলাইমান আল-ক্বারী- তাকে আলগাযীরিও বলা হতো অত্যাধিক দুর্বল। এরই দিকে ঈঙ্গিত করে ইবনে হাজার বলেছেন: "পরিত্যাজ্য"। ইবনে মুঈন বলেছেন:"মিথ্যুক" ইবনে খিরাশ বলেন:" মিথ্যুক, তিনি হাদীছ জাল করতেন"।

١٨٧/٤- إِنَّ اللّٰهَ تَعَالي يُنْزِلُ عَلي أَهْلِ هذه الْمَسْجِد - مَسْجِد مَكَّةَ - فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ : سِتِّيْنَ لِلطَّائِفِيْنَ، وَأَرْبَعِيْنَ لِلْمُصَلِّيْنَ، وَعِشْرِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ.

৪/১৮৭। নিশ্চয় মহান আল্লাহ প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে এই মসজিদের-কা'বার মসজিদ- অধিবাসীদের উপর একশত বিশটি রাহমাত নাজিল করেন। তম্মধ্যে ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, এবং চল্লিশটি মুসল্লীদের জন্য এবং বিশটি যারা এই ঘরের (কা'বা) দিকে তাকিয়ে থাকবে তাদের জন্য।

ضعيف. رواه الطبراني في «الأوسط» (١١ \ ١٢٣ \ ٢) و«الكبير» (١١٤٧٥)- وقع عنده يوسف بن الفيض، عن عبد الرحمن بن السفر الدمشقي : ثنا الأوزاعي عن عطاء حدثني ابن عباس مرفوعًا. قلت: «وهو كذاب يضع الحديث» ،وقال ابن الجوزي في « العلل المتناهية» (٢\٨٢ \ ٨٣): حديث لا يصح، تفرد به يوسف بن السفر وهو كما قال الدارقطني والنسائي : متروك

وقال الدارقطني : يكذب وابن حبان : لا يحل الاحتجاج به ، وقال يحي: ليس شيئ »وقال ابن حبان في « الضعفاء » يوسف بن الفيض يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة والأوهام الفاحشة، كأنه كان يعملها تعمداً »قال ابن حجر في ترجمته في اللسان : كذا سماه بعضهم والصواب يوسف بن السفر متروك وذكره البخاري فقال : عبدالرحمن بن السفر وري حديثا موضوعًا »

হাদীছটি দুর্বল: ইমাম ত্বাবারাণী তাঁর "আল-আওসাত"(১/১২৩/২) "আল-কাবীর" (১১৪৭৫)গ্রন্থে হাদীছটি ইউসুফ বিন ফায়যের সূত্রে তিনি আবদুর রহমান বিন সফর আর-রুশাক্বীর রেওয়াতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আওযায়ী তিনি আতা থেকে। তিনি বলেন, আমাকে মারফূ সূত্রে ইবনে আব্বাস হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে: (ইউসুফ বিন ফযল) হাদীছ জাল করতেন। ইবনুল জাওযী আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ (২/৮২/৮৩) বলেন: হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইউসুফ বিন সাফর ইকাকী এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দারকুত্বনী ও নাসাঈ ও বলেছেন: " সে পরিত্যাজ্য"। দারকুত্বনী আরো বলেন: "সে মিথ্যুক"। ইবনে হিব্বান বলেন: তার হাদীছ প্রামাণ্য হতে পারে না। ইয়াহয়া বলেন: তার কোন ভিত্তি নেই। এতদ্ব্যতিত ইবনে হিব্বান "আয- যুয়াফা" কিতাবে বলেন: ইউসুফ বিন সাফর সে আওযায়ীর সূত্রে বহু মুনকার হাদীছ এবং অশ্লীল ধারণা বর্ণনা করেছেন। যাতে এ রকম মনে হয় যে সে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সব করেছেন। ইমাম ইবনে হাজর "আল-লিসান"এ তার জীবনীতে বলেন: এভাবে তাকে কেউ কেউ আব্দুর রহমান নামেও নামাঙ্কিত করেছেন, তবে ইউসুফ বিন সফর এই নামই সঠিক " সে পরিত্যাজ্য"। এবং ইমাম বুখারী বলেন: আব্দুর রহমান বিন সফর জাল হাদীছ বর্ণনা করেন।

١٨٨ / ٥- إِنَّ اللَّهَ تَعَالي يُنَزِّلُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رَحْمَةٍ : سِتِّيْنَ مِنْهَا عَلَي الطَّائفِيْنَ بِالْبَيْت وَعِشْرِيْنَ عَلي أُهْلِ مَكَّةَ وَعِشْرِيْنَ عَلي سَائِرِ النَّاسِ.

৫/১৮৮। নিশ্চয় আল্লাহ পাক প্রতি দিনে একশত রহমাত বর্ষণ করেন। তম্মধ্যে ষাটটি কা'বা ঘর তাওয়াফকারীদের উপর, বিশটি মক্কাবাসীদের উপর এবং বিশটি সমস্ত মানুষের উপর।

ضعيف . أخرجه ابن عدي (١\٣١٤)والخطيب في «تاريخه» (٦\٢٧) والبيهقي (٣\٤٥٤-٤٥٥)من طريق محمدبن معاوية النيسابوري": حدثنا محمد بن صفوان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا. وقال ابن

عـدي: «هذا منكر وروي عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رواه عنه يوسف بن السفر، وهو ضعيف»قلت : وابن معاوية قال ابن معين والدارقطني : «كذاب» وزاد الثاني: «يضع الحديث»

যয়ীফ দুর্বল: হাদীছটি ইবনে আদী (১/৩১৪)খাতীব "তারিখ"(৬/২৭) বায়হাক্বী (৩/৪৫৪-৪৫৫) মুহাম্মদ বিন মুয়াবিয়া নিসাবুরীর সূত্রে চয়ন করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ বিন সাফওয়ান তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি আতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। ইবনে আদী বলেন: মুহাম্মাদ বিন মুয়াবিয়া মুনকার রাবী। তিনি আওযায়ী থেকে তিনি আতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এবং তার থেকে ইউসুফ বিন সফরও হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি দুর্বল। আমার মতে: মুহাম্মাদ বিন মুয়াবিয়া সম্পর্কে ইবনু মুঈন ও দারকুত্বনী বলেন: মিথ্যুক। দারকুতনী আরো বলেন: তিনি হাদীছ জাল করতেন।

٦/٢٠٠- اَلحَجُّ جِهَادُ وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعُ

৬/ ২০০। হজ্জ হলো জিহাদ এবং উমরাহ হলো নফল ।

ضعيف.أخرجه ابن ماجه (٢\٢٣٢) وابن أبي حاتم في العلل (١\٢٨٦) من طريق الحسن بن يحي الخشني :ثنا عمر بن قيس أخبرني طلحة بن يحي عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعًا. قال البوصيري في «الزوائد»(٢\١٣٨):هذا اسناد ضعيف، عمربن قيس هو المعروف ب(مندل) ضعفه أحمد، وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم والحسن أيضا ضعيف». قلت: بل هما متروكان، فالأول قال فيه أحمد «أحاديثه بواطيل». والحسن قال ابن حبان: منكر الحديث جدا يروي عن الثقات مالا أصل له». ثم ساق له حديثا قال فيه : إنه موضوع:

হাদীছটি দুর্বল: হাদীছটি ইবনে মাযাহ (২/২৩২) ইবনে আবি হাতিম "আল-ইলাল"গ্রন্থে (১/২৮৬) আলহাসান বিন ইয়াহয়া আলখুশানীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন উমার ইবনে কায়েস। তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন তালহা বিন ইয়াহয়া তিনি তার চাচা ইসহাক বিন তালহা থেকে তিনি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। আল্লামা বুসিরী "আয-যাওয়ায়েদ"(২/১৩৮) গ্রন্থে বলেন: এই সনদ দুর্বল। উমার বিন কায়েস যিনি মুনদিল নামে পরিচিত, তাকে ইমাম

আহমাদ,ইবনে মুঈন, ফাল্লাস,আবু যুরআহ, ইমাম বুখারী,আবু হাতিম, আবু দাউদ, নাসাঈ,এবং অন্যান্য অনেকে দুর্বল বলেছেন। অনুরূপভাবে হাসান ও দুর্বল। আমার মতে: বরং তারা উভয়ে পরিত্যাজ্য। উমার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন:" তার বর্ণিত হাদীছসমূহ বাতিল। হাসান সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী নন। দারকুত্বনী বলেন: সে পরিত্যাজ্য। ইবনে হিব্বান বলেন: মারাত্মক মুনকারুল হাদীছ। সে অনেক গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছে কিন্তু তার কোন মৌলিক ভিত্তি নেই।

٧/٢٠٣- مَنْ صَلَّي عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّي عَلَيَّ نَائِيًا وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يَبْلُغُنِيْ وكُفِيَ بِهَا أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ وكُنْتُ لَهُ شَهِيْداً أَوْ شَفِيْعًا.

৭/২০৩। যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরুদ পড়বে আমি তা শুনতে পাবো। যে ব্যক্তি আমার অনুপস্থিতিতে আমার উপর দরুদ পড়বে একজন ফেরেশ্তা নিয়োগ করা হবে সে আমার পর্যন্ত তা পৌছে দেবে। এই দরুদ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য যথেষ্ট হবে। আমি তার জন্য সাক্ষ্যদাতা বা শুফারিশকারী হবো।

موضوع بهذا التمام: أخرجه ابن سمعون في «الآمالي» (٢/١٩٣/٢) والخطيب في «تاريخه» (٣/٢٩١-٢٩٢) من طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال الخطيب:« دع ذا، محمد بن مروان ليس بشيئ».وقال العقيلي:« لا يصح، محمد بن مروان هو السدي الصغير؛ كذاب، لا أصل لهذا الحديث».

হাদীছটি জাল। ইবনে সামউন " আল-আমালী"(২/ ১৯৩/ ২), খতীব তার "তারীখ"(৩/ ২৯১-২৯২) এ মুহাম্মাদ বিন মারওয়ানের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান আ'মাশ থেকে তিনি আবু সালেহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে। খতীব বলেন: " এই হাদীছ বাদ দাও। মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সে কোন কিছু নয়"। উকায়লী বলেন:" হাদীছটি সহীহ নয়। কেননা মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান একজন মিথ্যুক। এ হাদীছের কোন ভিত্তি নেই"।

٨/٢٠٤- مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ وَزَارَ قَبْرِيْ وَغَزَا غَزْوَةً وَصَلَّي عَلَيَّ فِي الْمَقْدِسِ لَمْ يَسْأَلُهُ اللهُ فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْه.

৮/২০৪। যে ব্যক্তি ইসলামী হজ্জ করলো এবং আমার কবর যেয়ারত করলো এবং যুদ্ধে শামিল হলো এবং সম্মানীত স্থানে আমার উপর দরুদ পাঠ করে

আল্লাহ যা তার উপর ফরয করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করবেন না।

موضوع. أورده السخاوي في القول البديع (ص ١٠٢) وقال: هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلي ابي الفتح الأزدي في الثامن من فوائده وفي ثبوته نظرقلت:لقد تساهل السخاوي رحمه الله فالحديث موضوع ظاهر البطلان.،

হাদীছটি জাল: ইমাম সাখাবী " আল-কাউলুল বাদি" (১০২ পৃঃ) তে হাদীছটি উদ্ধৃত করেছেন।তিনি বলেন: এভাবেই অত্র হাদীছটি মাজ্‌দ আল-লুগাবী উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি আবুল ফাতহ্ আল-আযদীর "আল-ফাওয়ায়েদ"এর অষ্টম খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন রয়েছে। আমার মতে: ইমাম সাখাবী এই হাদীছের ব্যাপারে আপোষমূলক ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। উপরোক্ত হাদীছটি জাল এবং প্রকাশ্যভাবে বাতিল।

٩/٢٠٨- مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ إِلاَّ رُفِعَ حَصَاةُ يَعْنِيْ حَصَى الْجِمَارِ.

৯/ ২০৮। যে ব্যক্তির হজ্জ কবুল করা হয়, তার পাথর উঠিয়ে নেওয়া হয়।

ضعيف. أخرج البيهقي في «سننه الكبرى» (٥/ ١٢٨) من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله! هذه الحجارة التي يرمي بها كل عام، فنحتسب أنها تنقص؟فقال: «إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال. ضعفه البيهقي بقوله:« يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث، وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا ».وقال الحاكم: يزيد بن سنان متروك.

হাদীছটি দুর্বল। হাদীছটি বায়হাকী "সুনানুল কুবরা" (৫/১২৮) ইয়াযিদ বিন সিনানের সূত্রে চয়ন করেন। ইয়াযিদ বিন সিনান ইয়াযিদ বিন আবু উনাইসাহ থেকে সে আমর বিন মুররা থেকে সে আব্দুর রহমান বিন আবু সাঈদ থেকে সে তার পিতা আবু সাঈদ খুদরী থেকে তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে রাসূলুল্লাহ! প্রত্যেক বছর যে পাথরগুলি মারা হচ্ছে তা কি আমরা হিসেব করবো না যে কম হচ্ছে? তিনি (সঃ) বললেন: যা গৃহীত হয়ে যায় তা উঠিয়ে নেয়া হয়। যদি এরুপ না হতো তবে তো আমি তা পাহাড়ের মতো দেখতাম। বায়হাকী হাদীছটি দুর্বল বলেছেন নিম্নের ভাষায়:" ইয়াযিদ বিন সিনান হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়, ইবনে উমার থেকে অন্য একটি সূত্রেও সে দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করেছে"। হাকেম বলেন:" ইয়াযিদ বিন সিনান পরিত্যাজ্য"।

٢١٠/ ١٠- مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ.

১০/২১০। হজ্জের পরিপূর্ণতা হচ্ছে নিজ এলাকার ভিতরেই ইহরাম বাঁধা।

منكر. أخرجه البيهقي (٥\ ٣١) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي في قوله تعالي :(وأتموا الحج والعمرة لله) قال : فذكره : وهذا سند ضعيف ضعفه البيهقي بقوله «فيه نظر».قلت ووجهه أن جابرا هذا منفق علي تضعيفه وأورد له ابن عدي (٥٠\ ٢) هذا الحديث وقال « لا يعرف إلا بهذا الإسناد ولم أر له أنكر من هذا».

হাদীছটি মুনকার: ইমাম বায়হাক্বী (৫/৩১) জাবের বিন নূহ তিনি মুহাম্মদ ইবনে আমর থেকে তিনি আবু সালমা থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে হাদীছটির সূত্র বর্ণনা করেন। তিনি বলেন; এই হাদীছের সনদ যয়ীফ। ইমাম বায়হাক্বী "এই সনদে প্রশ্ন রয়েছে" বলে তাকে যয়ীফ বলেছেন। আমার মতে: এই দুর্বলতার কারণ হচ্ছে জাবের যার দুর্বলতার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে। ইবনে আদী (২/৫০) উদ্ধৃত করে বলেন: " তাকে এই সনদ ছাড়া জানা যায়না, ও এই সনদ ছাড়া অন্য কোন কারণে তাকে মুনকার বলতে দেখি নাই"।

٢١١/ ١١-مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصي إِلَي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

১১/২১১। যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরাহ করার নিমিত্ত মসজিদে আকসা থেকে মসজিদুল হারামে তাকবীর পাঠরত অবস্থায় পৌছে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যা পূর্বে-পরে করা হয়, অথবা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

ضعيف. أخرجه أبو داود (١\ ٢٧٥) وابن ماجة (٢\ ٢٣٤-٢٣٥) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعًا. قال ابن القيم في « تهذيب السنن» (٢\ ٢٨٤): قال غير واحد من الحفاظ: إسناده غير قوي». قلت وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ولم يوثقها غير ابن حبان (٤\ ١٩٥).

হাদীছটি যয়ীফ: আবু দাউদ (১/২৭৫) ইবনে মাজাহ(২/২৩৪-২৩৫) হাকিমা উম্মে সালমা মারফূ সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। হাফেয ইবনুল কায়্যিম " তাহযীবুস সুনান" (২/২৮৪) বলেছেন: অনেক হাদীছের হাফেয বলেছেন: এই হাদীছের ইসনাদ শক্তিশালি নয়। আমার মতে: তার সমস্যা আমার নিকট হাকীমা সে প্রসিদ্ধ নয়। এবং ইবনে হিব্বান ব্যতীত অন্য কেহ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেন নাই।

١٢/٢١٢-لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ فِيْ إِحْرَامِهِ .

১২/ ২১২। হাজী যেন তার হালাল অবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে। কেননা সে জানে না যে, তার ইহরামের অবস্থাতে কি ঘটতে পারে।

ضعيف. أخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (١\١٣٢)، والبيهقي في «سننه» (٥\ ٣٠-٣١) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا وقال «هذا اسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث، قال فيه البخاري وغيره» قلت : وأبو سورة ضعيف.

হাদীছটি দুর্বল। হাদীছটি হায়ছাম বিন কিলাইব তার "মুসনাদ" (১/ ১৩২), বায়হাকী তার " সুনান" (৫/ ৩০-৩১) -এ ওয়াসেল বিন সায়েব আর-রুকাশী এর সূত্রে চয়ন করেন। ওয়াসেল বিন সায়েব আবু সাওরা থেকে সে তার চাচা আবু আইউব আনসারী থেকে মারফূ সূত্রে । এবং বলেন: " এই ইসনাদ দুর্বল। ওয়াসেল বিন সায়েব মুনকারুল হাদীছ। এ মত ইমাম বোখারী সহ অন্যান্য জনের"। আমার মতে: আবু সাওরা সে দুর্বল ।

١٣/٢٢١- اَلْحَجُّ قَبْلَ التَّزَوُّجِ.

১৩/ ২২১। বিয়ের আগে হজ্জ।

موضوع. أورده السيوطي في الجامع الصغير من رواية الديلمي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة وتعقبه المناوي بقوله: «وفيه غياث بن إبراهيم قال الذهبي :تركوه وميسرة بن عبد ربه قال الذهبي كذاب مشهور».قلت والأول أيضا كذاب معروف قال ابن معين «كذاب خبيث» وقال أبو داود «كذاب»وقال ابن عدي:« بين الامر في الضعف، وأحاديثه كلها شبه الموضوع»

হাদীছটি জাল। সুয়ূতী তার "জামে সগীর"এ দায়লামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস"র বর্ণনাতে আবু হুরায়রার বরাতে হাদীছটি এনেছেন। হাদীছের উপসংহারে আল-মানায়ী বলেন: এই হাদীছের সনদে গিয়াছ বিন ইবরাহিম আছেন ইমাম যাহাবী বলেছেন: মুহাদ্দীছগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। মাসিরা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন: " প্রসিদ্ধ মিথ্যুক"। আমার মতে :প্রথমজনও প্রসিদ্ধ মিথ্যুক। ইবনে মুঈন বলেন: মিথ্যুক খবিস"। ইবনে আদী বলেন: "তার

হাদীছসমূহ দুর্বলতার নির্দেশ করে বরং তার সকল হাদীছই জালের সাদৃশ্য"।

٢٢٢/١٤- مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ.

১৪/ ২২২। যে হজ্জের পূর্বেই বিয়ে করলো সে পাপকার্যের সূচনা করলো।

موضوع. رواه ابن عدي (١٢٠ \ ٢) عن أحمد بن جمهور القرقساني: حدثنا محمد بن أيوب حدثني أبي عن رجاء بن روح حدثتني ابنة وهب بن منبه عن أبيها عن أبي هريرة مرفوعًا. قال ابن عدي: «وبعض رويات أيوب بن سويد أحاديث لا يتابعه أحد عليها» ومن طريق ابن عدي ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»(١٢٠\٢) ، وقال : « محمد بن أيوب؛ يروي الموضوعات، وأبوه؛ قال يحي: ليس بشيئ». قلت: وأحمد بن جمهور متهم بالكذب».

হাদীছটি জাল। ইবনে আদী(২/২০) আহমাদ বিন জামহুর আল-ক্বিরক্বিসানীর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আইউব। তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন রাজা বিন রাওহ থেকে। তিনি বলেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ওহাব বিন মুনাব্বিহের কন্যা তার পিতা থেকে। তিনি আবু হুরাইরা থেকে মারফূ সূত্রে। ইবনে আদী বলেন: আইউব বিন সুআইদের অধিকাংশ বর্ণিত হাদীছ কেহ ধর্তব্য হিসেবে গণ্য করে না। ইবনে আদীর অনুসরণে ইবনে জাওযী তার কিতাব" আল-মাওযূআত" (২/ ১২০) এ বলেন: " মুহাম্মাদ বিন আইউব ও তার পিতা জাল হাদীছ বর্ণনা করেন"। ইয়াহয়া বলেন: তারা ধর্তব্যের ভিতরে নয়"। আমার মতে: "আহমাদ বিন জামহুর মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত"।

٢٢٣/١٥- اَلْحَجَرُ الأَسْوَدُ يَمِيْنُ اللهِ فِي الأَرْضِ؛ يُصَافِحُ بِهَا عِبَادَهُ.

১৫/ ২২৩। হজরে আসওয়াদ জমীনে আল্লাহর দক্ষিণ হাত তিনি উহার দ্বারা বান্দাদের সাথে হাত মেলান।

منكر. أخرجه أبو بكر بن خلاد في «الفوائد » (١١ \ ٢٢٤ \ ٢) ، وابن عدي (١١٧ \ ٢)، والخطيب (٦ \ ٣٢٨) ،وعنه ابن الجوزي في «الواهيات» (٢ \ ٨٤ \ ٩٤٤) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي: حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا.ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا وقال:يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة ثم ساق

الحديث ثم روي تكذيبه عن ابن أبي شيبة .وقد كذبه أيضا موسي بن هارون وأبو زرعة وقال ابن عدي عقب الحديث: هو في عداد من يضع الحديث».

মুনকার হাদীছ। আবু বকর বিন খাল্লাদ "আল-ফাওয়ায়েদ"(১/২২৪/২), ইবনে আদী (২/১৭), খতীব (৬/ ৩২৮), এবং ইবনে জাওযী "আল-ওয়াহিয়াত"(২/ ৮৪/ ৯৪৪) ইসহাক বিন বিশর আল-কাহিলীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু মাশআর মাদায়েনী মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির থেকে তিনি জাবের থেকে মারফূ সূত্রে। খতীব আল-কাহিলীর জীবনীতে বলেন: " ইমাম মালেক ও অন্যান্য উচ্চমাপের ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন"। তারপর আরো আলোচনা করেন, এবং আবু বকর ইবনে শাইবার পক্ষ থেকে তাকে মিথ্যার অপবাদ এবং মূসা বিন হারুন ও আবু যুরআও তাকে মিথ্যা বলেছেন। ইবনে আদী তার উপসংহারে বলেন: " এই ব্যক্তি জাল হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য"।

١٦/٢٥٦- يُنْزِلُ اللّٰهُ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِيْنَ وَمِئَةَ رَحْمَةٍ، سِتُّوْنَ مِنْهَا لِلطَّائِفِيْنَ ، وَأَرْبَعُوْنَ لِلْعَاكِفِيْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَعِشْرُوْنَ مِنْهَا لِلنَّاظِرِيْنَ إِلَي الْبَيْتِ.

১৬/২৫৬। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক দিন একশত বিশটি রাহমাত নাজিল করেন। ষাটটি তাওয়াফ কারীদের জন্য, চল্লিশটি কা'বার আশে পাশে অবস্থানকারীদের জন্য, এবং বিশটি কা'বার দিকে দৃষ্টিদান কারীদের জন্য।

موضوع. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١\٩٩\٣) من طريق خالد بن يزيد العمري : ثنا محد بن عبد الله بن عبيد الليثي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا. قلت : وهذا إسناد موضوع؛ خالد بن يزيد هذا كذبه أبو حاتم، ويحي بن معين وقال ابن حبان :«يروي الموضوعات عن الأثبات» والليثي متروك أيضا.

হাদীছটি জাল। তাবারণী " আল-মুজামুল কাবীর" ৩/৯৯/১) এ খালেদ বিন ইয়াযিদ আল-আমরীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদ আল-লাইছী ইবনে আবি মুলাইকাহ থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই ইসনাদ জাল। খালেদ বিন ইয়াযিদ তাকে আবু হাতিম ও ইয়াহয়া বিন মুঈন মিথ্যুক বলেছেন। এবং ইবনে হিব্বান বলেন: নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেন। এবং লাইছী ও অনুরূপ পরিত্যাজ্য।

١٧/٣٦٤- مَنْ صَلَّي فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلاَةً لاَ يَفُوْتُهُ صَلاَةٌ؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

১৭/৩৬৪। যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এমতাবস্থায় যে, এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ পড়বে না। তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রেহাই,এবং মুনাফিকি থেকে সে মুক্ত তা লিখে দেওয়া হবে।

منكر. أخرجه أحمد (٣\ ١٥٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢\ ٥٥٧٦\٢\٣٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمر عن أنس بن مالك مرفوعًا، وقال الطبراني:لم يروه عن أنس إلا نبيط وتفرد به ابن أبي الرجال».قلت: وهذا اسناد ضعيف نبيط هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث.

হাদীছটি মুনকার। আহমাদ (৩/১৫৫), তাবারাণী " আল-মুজামুল ওয়াসিত" (২/ ৩২/২/ ৫৫৭৬) আব্দুর রহমান বিন আবু রিজালের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। আব্দুর রহমান বিন আবু রিজাল নাবিত্ব বিন উমার থেকে সে আনাস বিন মালিক থেকে মারফূ সূত্রে। তাবারাণী বলেন: " নাবিত্ব ছাড়া অন্য কেহ আনাস থেকে বর্ণনা করেন নাই এবং তরা থেকে ইবনে আবু রিজাল একাকী হাদীছ বর্ণনা করেছে"। আমার মতে: এই ইসনাদ দুর্বল। কেননা এই হাদীছ ব্যতীত নাবিত্বের পরিচয় জানা যায় না।

١٨/٤٢٦- لَوْ لاَ مَا طَبَعَ الرُّكْنُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَرْجَاسِهَا وَأَيْدِي الظَّلَمَةِ وَالأَثَمَةِ لاَسْتُشْفِيْ بِهِ مِنْ كُلِّ عَاهَةٍ وَلاَلْفِيَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللهُ، وَإِنَّمَا غَيَّرَهُ اللهُ بِالسَّوَادِ لأَنْ لاَ يَنْظُرُ أَهْلُ الدُّنْيَا إِلي زِيْنَةِ الْجَنَّةِ وَلَيَصِيْرَنَّ إِلَيْهَا وَإِنَّهَا لَيَاقُوْتَةٌ بَيْضَاءُ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ وَضَعَهُ اللهُ حِيْنَ أَنْزَلَ آدَمَ فِيْ مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ قَبْلَ أَنْ تَكُوْنَ الْكَعْبَةُ وَالأَرْضُ يَوْمَئِذٍ طَاهِرَةٌ لَمْ يُعْمَلْ فِيْهَا شَيْئٌ مِنَ الْمَعَاصِيْ وَلَيْسَ لَهُ أَهْلٌ يُنَجِّسُوْنَهَا فَوُضِعَ لَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عَلي أَطْرَافِ الْحَرَمِ يَحْرُسُوْنَهُ مِنْ سُكَّانِ الأَرْضِ وَسُكَّانُهَا يَوْمَئِذٍ الْجِنُّ لاَيَنْبَغِيْ لَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوْا إِلَيْهِ لأَنَّهُ شَيْئٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَي الْجَنَّةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِلاَّ مَنْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَلْمَلاَئِكَةُ يَذُوْدُوْنَهُمْ عَنْهُ وَهُمْ وُقُوْفٌ عَلي أَطْرَافِ

الحَرَمِ يَحْفِدُوْنَ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الحَرَمُ لأَنَّهُمْ يَحُوْلُوْنَ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ.

১৮/৪২৬। যদি রুকন (হজরে আসওয়াদ) জাহেলী যুগের কদর্য ও পঙ্কিলতার মাঝে অত্যাচারী ও পাপীদের দ্বারা স্থাপিত না হতো, তবে প্রত্যেক পাপীর জন্য যে শুফারিশ করার সুযোগ দেয়া হতো। আল্লাহ্ যেদিন তাকে সৃষ্টি করেছিলেন সেদিনের মতই থাকতো। আল্লাহ্ তাকে কালোতে রুপান্তরিত করে দিয়েছেন যাতে দুনিয়ার লোকেরা জান্নাতের সৌন্দর্য্য দেখতে না পায়। তার দিকেই ধাবিত না হয়ে যায়। আসলে তা ছিলো জান্নাতের ইয়াকুত পাথরের একটি সাদা পাথর। কা'বা হওয়ার পূর্বে কা'বার স্থানে আল্লাহ্ পাক তা স্থাপন করেন যখন আদম (আঃ)কে জমীনে নামিয়ে দেন। আর সেদিন ভূ-পৃষ্ঠ পবিত্র ছিলো। তাতে কোনরুপ পাপ কাজ করা হয় নাই। তাতে এমন কেউ ছিলো না যে তাকে অপবিত্র করবে। একদল ফেরেশতা তার জন্য হারামের চর্তৃপার্শ্বে নির্ধারিণ করা হলো, তারা তাকে জমীনের অধিবাসী হতে পাহারা দিতো। সে সময় জমীনে জ্বীনদের আবাস ছিলো। সেটার দিকে তারা তাকানো সম্ভব ছিলো না। কেননা তা জান্নাতের একটি অংশ ছিলো। যে জান্নাতের দিকে তাকাবে সে তাতে প্রবেশ করবে। তাই যার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে সেই শুধু মাত্র তার দিকে তাকাতে পারবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে পাথর থেকে দুরে রাখতো। তারা হারামের চর্তুপার্শ্বে অপেক্ষমাণ থাকতো প্রত্যেক দিক থেকেই তারা তার পাহারা দিতো। এ কারণেই এর নাম হারাম রাখা হয়েছে। কেননা তারা (ফিরিশতা) তার মাঝে এবং তাদের মাঝে বিচরণ করতো।

منكر . وراه الطبراني في «الكبير» (١١١٠٧\٣) عن عوف بن غيلان بن منبه الصنعاني: نا عبدالله بن صفوان عن إدريس ابن بنت وهب بن منبه : حدثني وهب بن منبه عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا.قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة من دون وهب بن منبه، فإني لم أجد من ذكرهم، والمتن ظاهر النكارة، والله اعلم.

হাদীছটি মুনকার। তাবারাণী " আল-কাবীর" (৩/৭/-১/১) আওফ বিন গায়লান বিন মুনাব্বিহ আস-সানআনী এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ্ বিন সাফওয়ান ইদরিস থেকে। যিনি ওহাব বিন মুনাব্বিহ-এর মেয়ের ছেলে। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ওহাব বিন মুনাব্বিহ তাউস থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফু সূত্রে। আমার মতে: এই ইসনাদ দুর্বল। ওহাব বিন মুনাব্বিহ ব্যতীত অন্য আলোচনা সকলের ব্যাপারে অজ্ঞতা থাকার কারণে। কেননা আমি তাদের কোন

পাইনি। এবং হাদীছের ভাষাও স্পষ্ট সহী হাদীছের বিপরীত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

١٩/٤٢٩- كَانَ لاَ يَرَي بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا.

১৯/৪২৯।তিনি মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোমর শক্ত করে বাধাকে দোষ মনে করতেন না।

موضوع. أخرجه الطبراني في «الكبير»(١\٩٩\٣) عن يوسف بن خالد السمتي: ثنا زياد بن سعد عن صالح مولي التوأمة عن ابن عباس مرفوعًا. قلت والسمتي هذا كذاب وصالح ضعيف،والصواب في الحديث أنه موقوف علي ابن عباس .

হাদীছটি জাল। তাবারণী " আল-কাবীর"(৩/৯৯/১)-এ ইউসুফ বিন খালেদ আস-সামতীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন যিয়াদ বিন সাদ তাওমাহের আযাদকৃত দাস সালেহ ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই সামতী সে মিথ্যুক, সালেহ দুর্বল। সঠিক এটাই যে তা ইবনে আব্বাস পর্যন্ত হাদীছটি মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে মারফূ সূত্রে নয়।

٢٠/٤٧٧- كَثْرَةُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ تَمْنَعُ الْعَيْلَةَ.

২০/ ৪৭৭। অধিকহারে হজ্জ ও উমরাহ করা হলে দারিদ্যতা দুর হয়ে যায়।

موضوع. رواه المحاملي في الجزء السادس من الأمالي(وجه ١ ورقة ٢٧٨من المجموع ٦٣ ظاهرية دمسق) قال: حدثنا عبد الله بن شبيب قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني فليح بن سليمان عن خالد بن إياس عن مساور بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعًا. قلت عبد الله بن شبيب متهم. وخالد بن إياس كذلك. قال ابن حبان في الضعفاء :يروي الموضوعات عن الثقات حتي يسبق إلي القلب أنه الواضع لها لا يكتب حديثه إلا علي جهة التعجب.قال الحاكم: روي عن ابن المنكدر وهشام بن عروة والمقبري أحاديث موضوعة.وكذا قال أبو سعيدالنقاش، وضعفه سائر الأئمة.

হাদীছটি জাল। আল-মুহামিলী তার "আল-আমালী"র ষষ্ঠ খন্ডে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন শাবিব তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু বকর বিন আবু শাইবাহ। তিনি

বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ফুলাইহ্‌ বিন সুলাইমান খালেদ বিন ইয়াস থেকে তিনি মুসাওয়ার বিন আব্দুর রহমান থেকে তিনি আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান থেকে তিনি উম্মে সালমা থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: আব্দুল্লাহ বিন শাবিবও খালেদ বিন ইয়াস সন্দেহের দোষে অভিযুক্ত। ইবনে হিব্বান " আয-যুআফা" গ্রন্থে বলেন: আব্দুল্লাহ বিন শাবিব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার ফলে তার হাদীছের ব্যাপারে অন্তর এই সায় দেয় যে, এই হাদীছটি জাল। তার হাদীছ শুধুমাত্র আজব কিছু বর্ণনা ব্যতিরেকে অন্য কারণে লেখা হয় না। হাকেম বলেন: " ইবনে মুনকাদীর, হিশাম বিন উরওয়া ও আবু সাঈদ থেকে অনেক জাল হাদীছ বানিয়ে বর্ণনা করেছে। অনুরূপ আবু সাঈদ নুক্কাশ বলেন: সমস্ত ইমামগণ তাকে দুর্বল বলেছেন।

٢١/٤٨٤- إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا؛ فَلْيَهْدِ هَدْيًا وَيَرْكَبْ.

২১/ ৪৮৪। (হজ্জের ক্ষেত্রে) মুছলার ধরণ হলো যেমন কোন ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ করার মানত করলো। যে মানত করলো. সে পায়ে হেটে হজ্জ করবে, সে যেন তার বদলে একটি জানোয়ার হাদীয়া দেয় এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে।

ضعيف. أخرجه الحاكم (٤\٣٠٥) وأحمد(٤\٤٢٩) من طريق صالح بن رستم أبي عامر الخزاز: حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا.فإن لهذا الإسناد علتين: الأولي: ضعف أبي عامرهذا، قال الحافظ في« التقريب» «صدوق، كثير الخطأ»، والأخري: عنعنة الحسن، وهو البصري ، وكان مدلسا.

হাদীছটি দুর্বল। হাকেম (৪/ ৩০৫) আহমাদ (৪/ ৪২৯) সালেহ বিন রুস্তম আবু আমের আল-খাযযাযর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কাছির বিন শিনযীর হাসান থেকে তিনি ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই হাদীছে দুইটি গুরুতর বিভ্রান্তি রয়েছে। প্রথমত: আবু আমের দুর্বল। হাফেয ইবনে হাযার " আত-তাকরীব"এ বলেছেন "সে সত্যবাদী, তবে অনেক ভূল করে"। অন্যটি: হাসান, সে মুদাল্লিস।

٢٢/٤٩٥- مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا؛حَتَّي يَرْجِعَ إِلي مَكَّةَ كَتَبَ اللهُ بِهِ بِكُلِّ خَطْوَجٍ سَبْعَ مِئَةَ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِثْلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ. قِيْلَ وَمَاحَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ لِكُلِّ حَسَنَةٍ مِائَةُ أَلْف حَسَنَةٍ.

২২/৪৯৫। যে ব্যক্তি মক্কা থেকে পায়ে হেটে হজ্জে যাত্রা করে আবার মক্কাতে ফিরে আসে, আল্লাহ্ তার প্রতিটি কদমে সাত শত সওয়াব দেন। প্রত্যেক সওয়াব হারামের সওয়াবের মত হবে। বলা হলো: হারামের সওয়াব কি? তিনি (সঃ) বলেন: প্রত্যেকটি সওয়াব এক লক্ষ গুণ।

ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣\١٦٩\١)، وفي «الأوسط» (١\١١٢\٢) من طريق عيسي بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان عن ابن عباس مرفوعًا وقال الطبراني : «لم يروه عن إسماعيل إلا عيسي». قلت وهو ضعيف جدا، وأما الحاكم ؛ فقال: صحيح الإسناد » ورده الذهبي بقوله: «ليس بصحيح ،أخشي أن يكون كذبا، وعيسى؛ قال البخاري وأبو حاتم : هو (عيسى بن سوادة) منكر الحديث».

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। তাবারণী "আল-কাবীর" (৩/ ১৬৯/১) "আল-আওসাত"(১/ ১১২/ ২) ঈসা বিন সাওয়াদাহর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি ইসমাঈল বিন আবু খালেদ থেকে তিনি যাজান থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে। তাবারাণী বলেন: ইসমাঈল থেকে ঈসা হাদীছ বর্ণনা করে নাই। আমার মতে:ঈসা মারাত্মক দুর্বল। হাকেম বলেছেন " হাদীছের সনদ সহীহ"। কিন্তু যাহাবী তার প্রতিবাদে বলেন: মোটেও সহীহ নয়। আমার আশঙ্কা সে মিথ্যুক। এবং ইমাম বোখারী ও আবু হাতেম বলেন:"ঈসা মুনকার।

٤٩٦/٢٣- إِنَّ لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوْهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعِيْنَ حَسَنَةً وَالْمَاشِيْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا سَبْعَ مِئَةِ حَسَنَةٍ.

২৩/ ৪৯৬। প্রত্যেক সওয়ারী হাজী তার পশুর প্রতিটি কদমে সত্তরটি করে নেকী হাসিল করবে,এবং প্রত্যেক পায়ে হেটে হজ্জ পালনকারী প্রত্যেক কদমে সাতশত নেকী হাসিল করবে।

ضعيف. أخرجه الطبراني في« الكبير» (٣\ ١٦٥ \ ٢) من طريق يحي بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا. قلت وهذا إسناد ضعيف، يحي بن سعيد ومحمد بن مسلم ضعفهما أحمد وغيره،

হাদীছটি দুর্বল। তাবারাণী "আল-কাবীর"(৩/১৬৫/২) ইয়াহয়া বিন সেলিমের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন মুসলিম তায়েফী থেকে সে ইসমাঈল বিন উমাইয়া থেকে সে সাঈদ বিন জুবাইর থেকে সে ইবনে আব্বাস

থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই হাদীছের ইসনাদ দুর্বল। ইয়াহয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিম উভয়কেই আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ দুর্বল বলেছেন।

٢٤/٤٩٧- لِلْمَاشِيْ أَجْرُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً، وَلِلرَّاكِبِ أَجْرُ ثَلاَثِيْنَ حَجَّةً.

২৪/ ৪৯৭। পায়ে হেটে হজ্জ পালন করার সওয়াব সত্তর হজ্জ, এবং আরোহণে হজ্জ করলে ত্রিশ হজ্জের সওয়াব।

موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط« (١\١١١-١١٢) عن محمد بن المحصن العكاشي: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الواحد بن قيس :سمعت أبا هريرة يقول: «قدم علي النبي جماعة من مزينة، وجماعة من هذيل، وجماعة من جهينة، فقالوا: يا رسول الله! خرجنا إلي مكة مشاة، وقوم يخرجون ركبانا، فقال النبي .... فذكره » وقال: «لم يروه عن إبراهيم إلا محمد». قلت: وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم، نسب إلي جده الأعلي، وهو كذاب، وقال الهيثمي (٣\ ٢٠٩) «وهو متروك»

হাদীছটি জাল। তাবারণী " আল-আওসাত" (১/১১১-১১২) মুহাম্মাদ বিন মুহসিন উক্কাশীর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহিম বিন আবু আবলা আব্দুল ওয়াহিদ বিন কায়েস থেকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মুযাইনা গোত্রের একটি দল, হুযাইল গোত্রের একটি দল এবং জুহাইনা গোত্রের একটি দল নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো। তারা (মুযাইনা গোত্রের) বললো: হে রসূলাল্লাহ (সঃ)! আমরা মক্কায় হেটে এসেছি, আর অন্যান্য গোত্রের লোকেরা সওয়ারী হয়ে এসেছে। তখন নবী (সঃ) বলেন:। তাবারণী বলেন: ইবরাহিম থেকে মুহাম্মাদ কোন হাদীছ বর্ণনা করে নাই। আমার মতে: মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইবরাহি মিথ্যুক। হায়ছামী বলেন: সে পরিত্যাজ্য।

٢٥/٥٤٢ -حَجُّوا فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ.

২৫/৫৪২। তোমরা হজ্জ করো, কেননা হজ্জ পাপসমূহকে এমনভাবে ধৌত করে পরিস্কার করে দেয়, যেমন পানি ময়লাকে ধৌত করে পরিস্কার করে দেয়।

موضوع. رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في السباعيات (١\١٨\١) عن يعلي بن الأشدق عن عبد الله بن جراد مرفوعًاوموقوفًا. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي:وفيه يعلي بن الأشدق وهو كذاب»،

হাদীছটি জাল। আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন খলীল " আস-সাবায়িআত"(১/১৮/১)এ ইয়া'লা বিন আশদাক্বের সূত্রে তিনি আব্দুল্লাহ বিন জাররাদ থেকে মারফূ এবং মাওকুফ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। হায়ছামী বলেন: ইয়া'লা বিন আশদাক্ব মিথ্যুক।

٢٦/٥٤٣-حَجُّواْ قَبْلَ أَنْ لاَ تُحَجُّواْ: يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلي أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا، فَلاَ يَصِلُ إِلي الحَجِّ أَحَدٌ.

২৬/৫৪৩। তোমাদের হজ্জ করতে না দেয়ার আগেই তোমরা হজ্জ করে নাও। কেননা আরবের গ্রাম্যলোকেরা তাদের প্রান্তরসমূহে বসে থাকবে,তাতে যারা হজ্জে যাবে তাদের কাউকে সেখানে পৌছতে পারবে না।

باطل.رواه أبو نعيم في« أخبار أصفهان» (٢\ ٧٦-٧٧) والبيهقي(٤\٣٤١) والخطيب في «التلخيص» (٢\٩٦) من طريق عبدالله بن عيسى بن بحير: حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. قلت : عبدالله هذا هو الجندي،ذكره العقيلي في «الضعفاء» وساق له هذا الحديث وقال : إسناد مجهول فيه نظر» وقال الذهبي: إسناد مظلم، وخبر منكر» وقال في «المهذب»: «إسناده واه». وقال ابن حبان « هذ خبر باطل وأبو محمد لا يدري من هو؟ يعني أنه هو علة الحديث. والله أعلم.

হাদীছটি বাতিল। আবু নঈম "আখবারে ইসপাহান"(২/৭৬-৭৭)বায়হাক্বী (৪/ ৩৪১) খতীব "তালখীস"(২/ ৯৬) আব্দুল্লাহ বিন ঈসা বিন বুহাইরের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আবু মুহাম্মাদ তার পিতা থেকে।তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: আব্দুল্লাহ সে জুনদী উকায়লী " আয-যুআফা"এর মধ্যে তার উল্লেখ করেছেন, এবং বলেন: এই ইসনাদ অপরিচিত এবং তাতে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন:" এই সনদ অস্পষ্ট, এবং হাদীছটি মুনকার" এবং "মুহাযযাব" এ বলেন:"তার ইসনাদ সন্দেহযুক্ত"। ইবনে হিব্বান বলেন: এই হাদীছ বাতিল। আবু মুহাম্মাদ কে জানা নেই? অর্থাৎ এটাই হাদীছের সমস্যা।

٢٧/٥٤٤- حَجُّواْ قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّواْ، فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلي حَبْشِيٍّ أَصْمَعَ، أَفْدَعُ، بِيَدِه معْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَراً حَجَراً.

২৭/৫৪৪। তোমাদেরকে হজ্জ করতে না দেয়ার আগেই হজ্জ করে লও। যেন

আমি দেখতে পাচ্ছি যে এক হাবশী গোলাম বধীর, এবং বাকা হাত বিশিষ্ট তার হাতে একটি কুড়াল রয়েছে । সে তার দ্বারা একটি একটি করে পাথর ভাঙছে।

موضوع.أخرجه الحاكم(١\١٤٨) وأبو نعيم(٤\١٣١) والبيهقي (٣٤٠\٤)عن يحي بن عبد الحميد الحماني :ثنا حصين بن عمر الأحمسي :ثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعًاسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله:قلت حصين واه ويحي الحماني ليس بعمدة» وأقول: حصين كذاب. وقال ابن حبان(١\٢٦٨)يروي الموضوعات عن الأثبات»

হাদীছটি জাল। হাকেম (১/ ১৪৮), আবু নঈম (৪/ ১৩১)ও বায়হাক্বী (৪/ ৩৪০) ইয়াহয়া বিন আব্দুল হামিদ আল-হামানীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেন হুসাইন বিন উমার আল-আহমাসী। তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেন আ'মাশ ইবরাহিম তামীমী থেকে তিনি হারেছ বিন সুআইদ থেকে তিনি আলী থেকে মারফূ সূত্রে। হাকেম এই সনদের ব্যাপারে চুপ রয়েছে তবে যাহাবী তার উপসংহারে বলেছেন:" আমার মতে হুসাইন মিথ্যুক, এবং ইয়াহয়া হামানী সে নির্ভরযোগ্য নয়"। আমার মতে: হুসাইন মিথ্যুক। ইবনে হিব্বান বলেন: সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٨/٦٧٩-إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا إِلَي عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شَعْثًا غُبَرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، أُشْهِدُ كُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يَرْهَقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةٌ ، قَالَ : يَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

২৮/৬৭৯। আরাফাতের দিন আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নিকট গর্ববোধ করে। এবং বলেন:" আমার বান্দাদের দিকে দেখো,তারা আলুথালু বেশে মলিন পোষাকে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে এখানে সমবেত হয়েছে। আমি তোমাদের স্বাক্ষি রাখছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন: হে আল্লাহ! অমুক বান্দা পাপ করেছে, অমুক বান্দা অমুক বান্দী। নবী (সঃ) বলেন: তখন আল্লাহ বলবেন: আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। নবী (সঃ) বলেন: আরাফার দিনে জাহান্নাম থেকে সবচেয়ে বেশী মুক্তি দেয়া হয়।

ضعيف. رواه ابن مندة في «التوحيد» (١\١٤٧) وأبو الفرج الثقفي في «الفوائد» (٢\٧٨ . ٩٢\١) عن مرزوق مولي أبي طلحة : حدثني أبو الزبير عن جابرمرفوعًا.قلت : إنما علة الحديث أبو الزبير، فإنه مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه. قال الحافظ:«صدوق، إلا أنه يدلس» وفي «صحيح مسلم» عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر» نعم قد صح الحديث مباهاة الله ملائكته بأهل عرفة وقوله: «انظروا إلي عبادي جاؤوني شعثا غبرا» من حديث أبي هريرة وابن عمر وعائشة، وهي في «الترغيب» (٢\١٢٨-١٢٩) .

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে মুনদাহ " আত-তাওহীদ"(১/১৪৭) এবং আবুল ফারজ ছাক্বাফী " আল-ফাওয়ায়েদ"(৭৮/২,৯২/১) মারযুক বিন তালহার সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি আবু যুবাইর থেকে তিনি জাবের থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই হাদীছের সমস্যা হচ্ছে আবু যুবাইর। সে মুদাল্লিস। "সহীহ মুসলিম" এ বলা হয়েছে" অনেক হাদীছ এমন রয়েছে যাতে জাবের থেকে আবু যুবাইরের শ্রবণ প্রমাণিত হয়না। তবে হ্যাঁ, সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ আরাফাতের দিন অবস্থানকারীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের হাদীছ দ্বারা সাথে গর্ববোধ করেন যা আবু হুরায়রা, ইবনে উমার, ও আয়েশার প্রমাণিত। যেমন " আত-তারগীব"(২/ ১২৮-১২৯)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٩/٦٨٠- إِنَّ لِإِبْلِيْسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقُوْلُ لَهُمْ: عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ فَأَضِلُّوْهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ.

২৯/৬৮০। ইবলিশের পক্ষ থেকে একদল শয়তান নিযুক্ত হয়। সে তাদেরকে বলে: তোমরা হাজীদের এবং আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের প্রতি লক্ষ্য রাখো। এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে দাও।

ضعيف جدا.رواه الطبيراني (١٣\ ١١٩\٢) وابن شاهين في «رباعياته» (٢\١٨٧) عن نافع أبي هرمز مولي يوسف بن عبد الله السلمي عن أنس مرفوعًا. قلت : هذا إسناد ضعيف جدا .نافع هذا قال أبو حاتم: «متروك الحديث» وقال البخاري:« منكر الحديث» وقد قيل :إنه نافع بن هرمز وقيل إنه غيره وفي ترجمة ابن هرمز ساق الذهبي هذا الحديث والله أعلم: وأيهما كان فهو ضعيف جدا ،وابن هرمز كذبه ابن معين.

মারাত্মক দুর্বল। তাবারণী(৩/১১৯/২) ,ইবনে শাহিন "রুবাইয়্যাত" (১৮৭/২) -এ নাফে আবু হুরমুজ ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ সুলামীর আযাদকৃত দাস তিনি আনাস থেকে মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আমার মতে: এই ইসনাদ মারাত্মক দুর্বল। নাফে সম্পর্কে আবু হাতেম বলেন: "হাদীছের ক্ষেত্রে সে পরিত্যাজ্য"। বুখারী বলেন: "মুনাকার হাদীছ"। অতঃপর বলা হয়েছে: এর নাম নাফে বিন হুরমুজ আবার বলা হয়েছে তিনি অন্য ব্যক্তি । তবে ইমাম যাহাবী ইবনে হরমুজ এর জীবনী আলোচনাতে এই হাদীছ এনেছেন। তবে যেই হোক না কেন সে অবশ্যই মারাত্মক দুর্বল। ইবনে মুঈন বলেন: ইবনে হুরমুজ মিথ্যুক।

٣٠/ ٦٨٥-(لاَ صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلاَمِ).

৩০/৬৮৫। যে বিবাহ বা হজ্জ করে নাই, ইসলামে তার কোন স্থান নেই।

ضعيف. أخرجه أبو داود (١٧٢٩) والحاكم (١/٤٤٨) وأحمد (١\٣١٢) من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.ووافقه الذهبي! قلت: وهذا من أوهمهما ،فإن عمر هذا هو ابن عطاء بن وراز وهو ضعيف اتفاقا والذهبي نفسه أورده في الميزان وقال: وضعفه يحي بن معين والنسائي وقال أحمد:ليس بقوي

হাদীছটি দুর্বল। আবু দাউদ (১৭২৯) হাকেম (১/৪৪৮) আহমদ(১/ ৩১২) উমার বিন আতার সূত্রে হাদীছটি চয়ণ করেছেন। তিনি ইকরামা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন:... অতপর তিনি উল্লেখ করেছেন। হাকেম বলেন: ইহার ইসনাদ সহীহ।এবং যাহাবীও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমার মতে: এটা তাদের উভয়ের ভূল। কেননা উমার ইবনে আতা বিন ওর‍্যায নামে পরিচিত। সে সর্বসম্মত দুর্বল। যাহাবী স্বয়ং " আল-মীযান"এ বলেছেন:" ইয়াহয়া বিন মুঈন ও নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বলেছেন:সে শক্তিশালী নয়"।

٣١/٧٤٥- (مَنْ خَرَجَ حَاجًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الحَاجِّ إِلي يَوْمِ القِيَامَةِ ،وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ المُعْتَمِرِ إِلي يَوْمِ القِيَامَةِ).

৩১/৭৪৫। যে ব্যক্তি হজ্জে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে তার জন্য কেয়ামতের দিন হজ্জের সওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি উমরাকারী হিসেবে বের হয়ে মৃত্যুবরণ করে কেয়ামতের দিন তার জন্য উমরাহর সওয়াব লিখে দেওয়া হবে।

ضعيف.رواه الطبراني في« الأوسط» (١\١١١\٢) عن أبي معاوية : ثنا

محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة مرفوعًا.وقال «ولم يروه عن عطاء إلا جميل، ولا عنه إلا ابن إسحاق تفرد به أبو معاوية».قلت: أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. فهذه علة. وفيه علة أخري أن جميل بن ميمونة فالرجل المجهول الحال.والله أعلم.

হাদীছটি দুর্বল। তাবারাণী "আল-আওসাত"(১/১১১/৩)এ আবু মুয়াবিয়ার সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক জামিল বিন আবু মাইমুনা থেকে তিনি আতা বিন ইয়াযিদ লাইছী থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে। তাবারাণী বলেন: আতা থেকে জামিল ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই এবং তার থেকে ইবনে ইসহাক ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই এবং আবু মুয়াবিয়া এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে: ইবনে ইসহাক মুদাল্লিস। সে অমুকের থেকে অমুকে পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। এটাই হাদীছের প্রধান সমস্যা। অন্য কারণ হচ্ছে জামিল বিন মায়মুনা তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

٣٢/٧٧٠-(إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ هَبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطَّلِعُ إِلَي أَهْلِ الْمَوْقِفِ: مَرْحَبًا بِزُوَارِيْ وَالْوَافِدِيْنَ إِلَي بَيْتِيْ، وَعِزَّتِيْ لأَنْزِلَنَّ إِلَيْكُمْ وَلأُسَاوِيْ مَجْلِسَكُمْ بِنَفْسِيْ فَيَنْزِلُ إِلَي عَرَفَةَ فَيَعُمُّهُمْ بِمَغْفِرَتِهِ وَيُعْطِيْهِمْ مَا يَسْأَلُوْنَ إِلاَّ الْمَظَالِمِ، وَيَقُوْلُ :يَا مَلاَئِكَتِيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَلاَيَزَالُ كَذٰلِكَ إِلَي أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ وَيَكُوْنُ إِمَامُهُمْ إِلَي الْمُزْدَلِفَةِ، وَلاَ يَعْرُجُ إِلَي السَّمَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِذَا أَشْعَرَ الصُّبْحَ وَقَفُوْا عِنْدَ الْمَشْعَرِالْحَرَامِ غُفِرَلَهُمْ حَتَّي الْمَظَالِمَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَي السَّمَاءِ وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إِلَي مِنًي).

৩২/৭৭০। যখন আরাফার দিন সন্ধার সময় হয় আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং আরাফায় অবস্থানকারীদের দিকে তাকিয়ে বলেন: মারহাবা আমার ঘরকে যেয়ারতকারীদল এবং এর প্রতি উৎসর্গকারীদল। আমার সম্মানের কসম আজ আমি তোমাদের মাঝে অবতরণ করব এবং তোমাদের মজলিসে স্বয়ং তোমাদের সাথে বসব। তার পর তিনি আরাফাতে অবতরণ করেন,এবং ব্যাপকভাবে সকলকে ক্ষমা করে দেন। তারা তাঁর নিকট যা চায় তা তাদেরকে তিনি দান করেন।একমাত্র অত্যাচারী ব্যতীত। এবং তিনি বলেন: হে আমার ফেরেশতারা আমি তোমাদের স্বাক্ষি রাখলাম যে, আজ আমি তাদের সকলকে

ক্ষমা করে দিলাম। এভাবে তিনি তাদের সাথে থাকেন নবম তারিখের সুর্য্য ডোবার সময় পর্যন্ত এবং যখন তাদের আগামী গন্তব্য হয় মুযদালিফা। এবং সেই রাত্রেও তিনি আকাশে গমণ করেন না। যখন তিনি সকাল হওয়া অনুভব করেন, যখন মানুষেরা মাশআরুল হারামের নিকট অবস্থান করে তখন তিনি সকলকে ক্ষমা করে দেন এমনকি অত্যাচারীকেও। তারপর তিনি আকাশে গমন করেন এবং মানুষেরা মিনার দিকে গমণ করে।

موضوع. رواه ابن عساكر (١١\٢٤٠\٤) عن أبي علي الأهوازي بسنده عن الحسن بن سعيد : نا أبو علي الحسين بن إسحاق الدقيقي :نا أبو زيد حماد بن دليل عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن عبدالرحمن بن ساط عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا. قال :هذا منكر الحديث، وفي إسناده غير واحد من المجهولين». قلت: بل هو حديث موضوع. ولوائح الوضع عليه لائحة ولعل آفته أبو علي الأهوازي واسمه الحسن بن علي، وهو وأن وثقه بعضهم فقد قال الخطيب: « كذاب في الحديث وفي القرآت جميعا »

হাদীছটি জাল। ইবনে আসাকির (৪/ ২৪০/১) আবু আলী আহওয়াযী হাসান বিন সাঈদ এর সনদে তিনি হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু আলী হুসাইন বিন ইসহাক দাক্বিক্বী তিনি বলেন, আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু যায়েদ হাম্মাদ বিন দলীল সুফিয়ান সুরী থেকে তিনি কায়েস বিন মুসলিম আব্দুর রহমান বিন সাত্ব আবু উমামাহ বাহিলী মারফূ সূত্রে। তারপর তিনি বলেন:আবু আলী মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। এবং তার ইসনাদে একাধিক ব্যক্তি অজ্ঞাত রয়েছেন"। আমার মতে: বরং এই হাদীছ জাল। এবং তার জাল হওয়াটা স্পষ্ট। তার কারণ আবু আলী আহওয়াযী। তার নাম হচ্ছে হাসান বিন আলী। তাকে যদিও কেহ কেহ নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন তবুও খতীব বলেন:"হাদীছের ক্ষেত্রে ও কিরআতের ক্ষেত্রে সে মিথ্যুক"।

٩٠٠/٣٣- إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَكِنْ هَكَذَا فَعَلَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

৩৩/ ৯০০। আমি অবশ্যই জানি যে, নিশ্চয় তুমি আমার কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারবে না। তবে এরূপ আমার পিতা ইবরাহিম করেছে।

منكر. أخرجه ابن قانع في « حديث مجاعة بن الزبير آبي عبيدة » (ق ٢\٧٢) :ثنا أبو عبيدة عن القاسم بن عبد الرحمن عن منصور بن الأسود عن جابر بن عبد الله الأنصاري:آن رسول الله لما قدم مكة هرول ،ومشي

أربعا ،واستلم،ثم بكي وقال :فذكره.قلت: وهذا سند ضعيف أبو عبيدة هذا ضعيف، والحديث منكر رفعه، ،والصحيح أنه من قول عمر بن الخطاب.

হাদীছটি জাল। হাদীছটি ইবনে কায়েএ "হাদীছ মাজাআ বিন যুবাইর আবু উবাইদাহ" (২/৭২)এ চয়ন করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু উবাইদাহ কাসেম বিন আব্দুর রহমান থেকে তিনি মানসুর বিন আসওয়াদ থেকে তিনি যাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় মৃদুমন্দ গতিতে আগমণ করলেন। এবং কা'বাতে চার বার পায়ে হেটে চললেন তার পর তিনি হজরে আসওয়াদকে চুমু দিলেন, তারপর কাঁদলেন এবং বললেন: । আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। আবু উবায়দাহ দুর্বল। হাদীছটি মারফূ সূত্রে মুনকার। বরং সঠিক হচ্ছে এই যে, এটা উমার (রাঃ)-এর বক্তব্য।

تنبيه .

اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث:« رأيت رسول الله إذا فرغ من سبعه جاء حتي يحاذي بالركن، فصلي ركعتين.. ».وقد ذكر العلامة ابن الهمام في فتح القدير هذه الرواية، ولكن تحرف عليه قوله«سبعه الي «سيعه»! فاستدل به علي استحباب صلاة ركعتين بعد السعي وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنةكما نبه علي ذلك غيرواحد من الأئمة كأبي شامة.

التجربة تذوق المر!

رأيت رسول الله يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة . (وفي رواية) : طاف بالبيت سبعا ثم صلي ركعتين بحذائه في حاشية المقام، وليس بينه وبين الطوّاف أحد). ضعيف. أخرجه أحمد (٦\ ٣٩٩) والسياق له وعنه أبوداود (١\٣١٥) عن سفيان بن عيينة قال : حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده به. قلت: وهذ سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده. فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطرالأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة.ثم وقفت بعد ذلك علي بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد من الصحابة تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة. فأليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها: ١- عن صالح بن كيسان قال :رأيت ابن عمر يصلي في

الكعبة، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، رواه أبو زرعة في «تاريخ دمشق» (١-٩١)وابن عساكر (٢\١٠٦١\٨) بسند صحيح. ٢- عن يحي بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام، فركز شيئا، أو هيأ شيئا يصلي إليه، رواه ابن سعد في «الطبقات» (١٨\٧) بسند صحيح.

সতর্কবাণীঃ

জ্ঞাতব্য যে, ইবনে মাযাহ তে বর্ণিত হাদীছ " আমি রসূলুল্লাহ(সঃ) কে দেখলাম তিনি যখন সাত চক্কর দেয়া শেষ করতেন তিনি মাকামে ইবরাহিমের নিকট আসতেন এবং দুই রাকআত নামায পড়তেন"। ইবনে হুমাম " ফাতহুল কাদীর"এ উক্ত বর্ণনাটি এনেছেন, কিন্তু তাতে শব্দের হেরফের হয়ে গেছে। তিনি সাতের বদলে সাঈ- শব্দটি উল্লেখ করেন এবং এই বই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাঈ- এর পরে দুই রাকআত নামাজ পড়া উত্তম।

তিক্তদায়ক অভিজ্ঞতা।

আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি তিনি বণি সাহম-এর দরজার কাছেই নামায আদায় করছেন। এবং মানুষেরা তার সামনে দিয়ে চলছে এবং তার এবং কা'বার মাঝে কোন সুতরাহ নেই।(এবং অন্য বর্ণনায়) তিনি(সঃ) সাত চক্কর দিলেন তারপর তিনি মাকামে ইবরাহিমের পাদদেশে দুই রাকআত নামায আাদায় করলেন। তার মাঝে এবং তাওয়াফকারীর মাঝে কোন কিছু ছিলো না। হাদীছটি দুর্বল। ইমাম আহমাদ (৬/ ৩৯৯) এবং তার বরাতে আবু দাউদ(১/ ৩১৫) সুফিয়ান বিন উয়াইয়নাহের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কাছির বিন কাছির বিন মুত্তালিব বিন আবু ওদাআহ তিনি তার পরিবারের কোন সদস্য থেকে শুনেছেন তার দাদা এ হাদীছের ব্যাপারে বলেছেন। আমার মতে: এই হাদীছের সনদ দুর্বল। কাছির ও তার দাদার মাঝে সম্পর্কের অজ্ঞতার কারণে।

একটু লক্ষ্য করুন! উপরোক্ত দুর্বল হাদীছের উপর আমল করার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আজ উম্মতের মাঝে বিরাজ করছে। (যারা হজ্জ পালন করতে গিয়েছিলেন তারাই জানেন! এমনকি মূল লেখকেরও সে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে) তারপর আমি ছাহাবী থেকে অনেকগুলি সহীহ হাদীছ পেয়েছি যার থেকে দুইটি হাদীছ আমি নিম্নে পেশ করলাম। (১) সালেহ বিন কায়সান থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন আমি ইবনে উমার(রাঃ)কে দেখলাম তিনি কা'বাতে নামায আদায় করছেন এবং কাউকেও তিনি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে দিচ্ছেন না। আবু যুরআ"তারীখ-এ দিমাশক"এ(১/ ৯১) ইবনে আসাকির (৬/৮- ২/১) বিশুদ্ধ সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। (২) ইয়াহয়া বিন আবি কাছির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)কে দেখলাম তিনি মাসজিদে

হারামে প্রবেশ করলেন, তারপর তিনি কিছু মাটিতে পুতে নিলেন, অথবা কোন কিছুর সামনে দাড়ালেন। তারপর তার দিকে নামায পড়তে লাগলেন। ইবনে সাদ "তাবাকাত" (৭/১৮) এ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন।

١٠٠٣/٣٤- بَلْ لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِيْ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَي الْعُمْرَةِ.

৩৪/১০০৩। তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থ্যাৎ হজ্জকে উমরাহর সাথে মিলিত করা।

ضعيف. أخرجه أصحاب «السنن» إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد (٣\٤٦٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ قال .. » فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، فأن الحارث هذا لم يوثقه أحد ، بل أشار الإمام أحمد إلي أنه ليس بمعروف، وضعف حديثه.

হাদীছটি দুর্বল। আসহাবে "সুনান"(ইবনে মাযাহ, নাসাঈ, আবু দাউদ) তিরমীজি ব্যতীত এবং দারেমী, দারাকুতণী, বায়হাক্বী, আহমাদ,(৩/ ৪৬৮)-এ রাবিআ বিন আবু আব্দুর রহমানের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি হারেছ বিন বেলাল বিন হারেছ থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হজ্জকে মিলিত করা কি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট। না কি ব্যাপকভাবে সকল লোকদের জন্য? তিনি (সঃ) বললেন:...। আমর মতে: এই সনদ দুর্বল। হারেছকে কেউ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে নাই। বরং ইমাম আহমাদ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সে পরিচিত নয়, তার হাদীছকে দুর্বল বলেছেন।

١٠١٢/٣٥- تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ.

৩৫/ ১০১২। হজ্জের সম্ভাষণ হচ্ছে তাওয়াফ করা।

لا أعلم له أصلا ، و إن اشتهر علي الألسنة ، وأورده صاحب الهداية من الحنفية بلفظ: «من آتي البيت فليحيه بالطواف»، وقد أشار الحافظ الزيلعي الحنفي صاحب «نصب الراية علي تخريج أحاديث الهداية»« غريب جدا ».وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في الدراية(ص١٩٢): لم أجده.

হাদীছটির মূল আমার জানা নেই। যদিও তা সুন্নাত হিসেবে প্রসিদ্ধ। উক্ত হাদীছটি "হেদায়া" গ্রন্থের লেখক এভাবে এনেছেন "যে ব্যক্তি কা'বাতে আসলো, সে যেন তাকে তাওয়াফের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানায়"। কিন্তু ইমাম যায়লাঈ

হানাফী " নাসবুর রায়া" যাতে তিনি হেদায়ার সমস্ত হাদীছের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন- তাতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীছটি একেবারেই অপরিচিত। বরং ইবনে হাজার " আদ-দিরাআ"তে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে," আমি এই হাদীছ পাই নাই"।

١٠١٣/٣٦- إِذَا رَمَيْتُمْ وَذَبَحْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْئٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.

৩৬/১০১৩। যখন তোমরা পাথর মারবে, কুরবাণী করবে, এবং মাথা মুন্ডন করবে তখন তোমাদের জন্য একমাত্র স্ত্রী ব্যতীত সব কিছু হালাল।

منكر. رواه الطبري في « تفسيره »(ج٤رقم ٣٩٦٠)، والدارقطني في «سننه»(٢٧٩) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت:« سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متي يحل المحرم؟قالت: «قال رسول الله ... » فذكره ثم قال : قال: (يعني الحجاج): فيه ضعف، وعلته الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.

হাদীছটি মুনকার। তাবারী তার "তাফসীর"(৪র্থ খন্ড ৩৯৬০ নং), দারাকুতণী "সুনান" (২৭৯) এ আব্দুর রহীম বিন সুলাইমানের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম থেকে তিনি উমারাহ থেকে তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম: কখন মুহরিম হালাল হবে? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন..। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাজ্জাজের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কারণ তার পূর্ণ নাম হাজ্জাজ বিন আরতাহ এবং সে মুদাল্লিস।

١٠١٥/٣٧- مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنَي ثُمَّ يَغْدُوْ إِلَي عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ حَيْثُ قَضَي لَهُ حَتَّي إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ ،ثُمَّ صَلَّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتَ حَتَّي تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَإِذَا رَمَي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِ إِلاَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبَ حَتَّي يَزُوْرُ الْبَيْتَ).

৩৭/১০১৫। হজ্জের সুন্নাত হলো, ইমাম যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর মিনাতে পড়বেন, তারপর তিনি আরাফার উদ্দেশ্যে সকালে রওয়ানা করবেন, এবং তার জন্য যা নির্ধারিত তা সে পাঠ করবেন। যখন সূর্য্য হেলে যাবে তখন মানুষের উদ্দেশ্যে খুতবাহ দিবেন। তারপর যোহর, আসর একত্রে

জামাতে আদায় করবেন, সূর্য্য ডোবা পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করবেন। এরপর যথন (পরদিন) বড় জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবেন তখন তার জন্য সকল কিছু হালাল হয়ে যাবে যা তার জন্য হারাম ছিলো শুধুমাত্র স্ত্রী এবং সুগন্ধী ব্যতীত। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাওয়াফ না করবেন।

ضعيف. آخرجه الحاكم(١\\٤٦١)، وعنه البيهقي (٥\ ١٢٢) عن إبيراهيم بن عبدالله : أنبأ يزيد بن هارون :أنبأ يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال: من سنة الحج...الخ. وقال الحاكم :«حديث علي شرط الشيخين».قلت: فيه نظر، فإن يزيد بن هارون وإن كان علي شرطهما فليس هو من شيوخهما. وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما ،أقول: هذا أصح، وإن كان عبدالله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه،

হাদীছটি দুর্বল। হাকেম (১/৪৬১) তার বরাতে বায়হাকী (৫/১২২) ইবরাহিম বিন আব্দুল্লাহর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি বলেন, আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াযিদ বিন হারুন তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া বিন সাঈদ কাসেম বিন মুহাম্মাদ থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে তিনি বলেন: ..। হাকেম বলেন: হাদীছটি সহীহায়নের (সহীহ বুখারী,মুসলিম) শর্তানুযায়ী সহীহ। আমার মতে: এতে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা ইয়াযিদ বিন হারূন যদিও তিনি তাদের শর্তোপযোগী কিন্তু তিনি তাদের উভয়ের ওস্তাদ নন। বরং তারা উভয়ে ইসহাক এবং আহমাদের মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। আমি বলি: এটি ঠিক। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন সালেহ তিনি তার স্মরণ শক্তির কারণে দুর্বল।

٣٨/١٠٢١- مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ، فَكَأَنَمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ.

৩৮/১০২১। যে আমার মৃত্যুর পর যেয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই আমার যেয়ারত করলো।

باطل. رواه الدارقطني في «سننه» (ص٢٧٩-٢٨٠) عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب قال :قال رسول الله : فذكره.قلت: وهذا سند ضعيف، وله علتان:الأولي:الرجل الذي لم يسم، فهو مجهول.والثاني ضعيف هارون أبي قزعة، ضعفه يعقوب بن شيبة، وذكره العقيلي والساجي وابن الجارود في «الضعفاء» وقال البخاري «لا يتابع عليه».

হাদীছটি বাতিল। দারাকুতণী তার "সুনান" (২৭৯-২৮০পৃঃ) তে হারূন আবু ফাযাআতা হাতেব বংশীয় এক ব্যক্তি থেকে তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:...। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। এবং এর দুটি কারণ: প্রথমত: হাতেব বংশীয় ব্যক্তি তার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। সে অপরিচিত। দ্বীতিয়ত: হারুন আবু ফাযাআতা সে দুর্বল। ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। উকায়লী,সাজীও ইবনে জারুদ তাকে দুর্বলদের মাঝে গণ্য করেছেন। ইমাম বোখারী বলেন: তার কোন বস্তু গ্রহণীয় নয়।

٣٩/١٠٢٢- يَا عُمَرَ! ههُنَا تَسْكُبُ الْعَبَرَاتُ.

৩৯/১০২২। হে উমার! এটাই অঝোরে ক্রন্দন করার স্থান।

ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجه(٢\٢٢١-٢٢٢) والحاكم (١\ ٤٥٤) عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال : «استقبل رسول الله الحجر ، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا،ثم التفت،فإذاهو بعمربن الخطاب يبكي ، فقال" فذكره. قلت: إن محمد بن عون هذا وهوالخراساني متفق علي تضعيفه، بل هو ضعيف جدا، وقد أورده الذهبي نفسه في «الضعفاء» وقال «قال النسائي:متروك». «وقال البخاري :منكر الحديث. وقال ابن معين :ليس بشيئ»وقال الحافظ في «التقريب»:«متروك».

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। ইবনে মাযাহ (২/ ২২১-২২২),হাকেম (১/ ৪৫৪) মুহাম্মাদ বিন আওনের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি নাফে থেকে তিনি ইবনে উমার থেকে। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) হজরে আসওয়াদের নিকট আসলেন। তারপর তিনি তাতে তার দুই ঠোঁট রাখলেন এবং দীর্ঘসময় কাঁদলেন। তারপর তিনি ঘাড় ফেরালেন। তথায় তিনি উমার (রাঃ)-কে দেখতে পেলেন, তিনি কাদছেন। তখন তিনি (সঃ) বললেন:...। আমার মতে: মুহাম্মাদ বিন আওন তিনি খোরাসানী সকলের ঐক্যমতে তিনি দুর্বল। বরং তিনি মারাত্মক দুর্বল। যাহাবী স্বয়ং তাকে দুর্বলদের মাঝে গণ্য করেছেন এবং নাসাঈ বলেন: "পরিত্যাজ্য"। ইমাম বোখারী বলেন: সে মুনকার। ইবনে মুঈন বলেন: সে কোন ধর্তব্যের মধ্যে নেই এবং হাফেয ইবনে হাজার বলেন:পরিত্যাজ্য। (তাকরীব)

٤٠/١٠٢٦- يَا صَاحِبَ الْحَبْلِ أَلْقِه.

৪০/ ১০২৬। হে রশী ওয়ালা! সেটা ফেলে দাও।

ضعيف. ذكره ابن حزم في «المحلي» (٧\٢٥٩) فقال .«روينا من طريق

وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان أن رسول الله رأي محرما محتزما بحبل فقال... » فذكره.وقال «مرسل لا حجة فيه». قلت وهو كما قال، ورجاله ثقة ، غير صالح بن أبي حسان فهو مختلف فيه.

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে হাযম " আলমুহাল্লী " (৭/ ২৫৯) তে হাদীছটি উল্লেখ করেন। এবং বলেন: আমরা হাদীছটি ওকীঈ-র সূত্রে বর্ণনা করেছি। তিনি ইবনে আবি যিইব থেকে তিনি সালেহ বিন আবি হাসসান থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এক মুহরিম ব্যক্তিকে রশী দ্বারা বাধা অবস্থায় দেখলেন, তিনি (সঃ) বললেন:. ।ইবনে হাযম বলেন :" হাদীছটি মুরসাল। প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণীয় নয়"। আমার মতেও তাই। তার সমস্ত ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য শুধুমাত্র সালেহ বিন আবু হাস্‌সান ব্যতীত। তার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

٤١/١٠٤٣- قُوْلِيْ لَهَا تَتَكَلَّمْ، فَإِنَّهُ لاَ حَجَّ لِمَنْ لاَ يَتَكَلَّمُ.

৪১/ ১০৪৩। তাকে বলো সে যেন কথা বলে। কেননা যে কথা বলে না তার জন্য কোন হজ্জ নেই।

ضعيف. أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٩٦\٧) من طريق عبد السلام بن عبدالله بن جابر الأحمسي عن أبيه عن زينب بنت جابر الأحمسية : أن رسول الله قال لها في امرأة حجت معها مصمتة : فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، وعلته عبد الله بن جابر الأحمسي وابنه عبدالسلام، قال ابن القطان:« لا يعرف هو ولا ابنه ،وليس له إلا حديث واحد ، ولا يروي عنه إلا ابنه».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে হাযম " আল-মুহাল্লী (৭/১৯৬) আব্দুস সালাম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন জাবির আহমাসানীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করছেন। তিনি তার পিতা থেকে তিনি যায়নাব বিনতে জাবের আহমাসানী থেকে। নবী (সঃ) তাকে এক মহিলার ব্যাপারে বললেন সে চুপ করে ছিলো। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। তার সমস্যা হলো আব্দুল্লাহ্ বিন জাবের আহমাসানী এবং তার ছেলে আব্দুস সালাম। ইবনে কাত্তান বলেন: " তাকে অথবা তার ছেলে কাউকে চেনা যায় না। তার শুধু একটি হাদীছ আছে। তার থেকে শুথু তার ছেলেই হাদীছ বর্ণনা করেন।

٤٢/١٠٤٩- كَانَ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِيْمَانًابِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعًا سُنَّةَ نَبِيِّكَ.

৪২/১০৪৯। হজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে বলতেন: আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা, ওয়া ইত্তিবাআন সুন্নাতা নাবিয়্যিকা।

موقوف ضعيف. آخرجه الطبراني في المعجم الوسيط »(رقم-٨٨٤-مصورتي) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان:فذكره، قلت:وهذا سند واه من أجل الحارث وهو الأعور وهو ضعيف.

হাদীছটি দুর্বল। তাবারণী "মুজামুল ওয়াসিত"(৮৮৪নং-আমার বইয়ে) আবু ইসহাকের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি হারেছ থেকে তিনি আলী থেকে তিনি (সঃ) বলেন। আমার মতে: এই সনদটি হারেছের কারণে সন্দেহযুক্ত, তিনি বিকলাঙ্গ ছিলেন। তিনি দুর্বল।

١٠٩١/٤٣- مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ ، وَحَجُّكَ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ.

৪৩/১০৯১। যে ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা হজ্জ করে, এবং বলে, লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাইব্বাইকা (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির।) তখন আল্লাহ পাক বলেন: তুমি হাযির হও নাই। এবং তোমার কোন সফলতাও নেই। এবং তোমার হজ্জ তোমার উপরই ফিরিয়ে দেয়া হলো।

ضعيف. رواه ابن مردوية في «ثلاثة مجالس من الأمالي» (١٩٢\\١-٢)ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب» (ص- ٢٧٤-مصورة الجامعة الإسلامية) وابن الجوزي في «منهاج القاصدين» (١\\٥٩\\١) عن الدجين بن ثابت اليربوعي: نا أسلم مولي عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب مرفوعا.قلت :هذا إسنار ضعيف، الدجين هذا أوردهالذهبي في« الضعفاء»وقال: «لا يحتج به».وقال في «الميزان»:«قال ابن معين :ليس حديثه بشيء ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني وغيره:ليس بالقوي».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে মারদূয়া "ছালাছাতা মাজালিসা মিনাল আমালী" (১৯২/১-২) তে ইসপাহানী "আত-তারগীব" (২৭৪ পৃঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাপা)র বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইবনে জাওযী তার মিনহাজুল কাসিদীন"(১/৫৯/১) দাজীন বিন ছাবিত ইয়ারবুয়ের সূত্রে। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন উমার (রাঃ)র আযাদকৃত গোলাম আসলাম উমার (রাঃ) থেকে মারফূ সুত্রে। আমার মতে: এই ইসনাদ দুর্বল। যাহাবী তাঁকে দুর্বলদের মাঝে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন: তিনি দ্বারা কোন কিছুর প্রমাণ্য নন। ইবনে মুঈন বলেন: তাঁর হাদীছ গ্রহণীয় নয়। আবু হাতেম ও আবু যুরাআ বলেন তিনি দুর্বল।

নাসাঈ বলেন: তিনি গ্রহণযোগ্য নয়। দারাকুতণী বলেন: তিনি শক্তি শালী নন।

٩٢/١٠٤٤- مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ مِنَ الْكَسْبِ الْحَرَامِ ،شَخَصَ فِيْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰه ، فَإِذَا أَهَلَّ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغرزِ أَوِ الرِّكَابِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ قَالَ: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ :لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ، كَسْبُكَ حَرَامٌ، وَزَادُكَ حَرَامٌ وَرَاحِلَتُكَ حَرَامٌ، فَارْجِعْ مَأْزُوْرًا غَيْرَ مَأْجُوْرٍ وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُوْؤُكَ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِمَالٍ حَلاَلٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ قَالَ : لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَدْ أُجِبْتُكَ، رَاحِلَتُكَ حَلاَلٌ، وَثِيَابُكَ حَلاَلٌ، وَزَادُكَ حَلاَلٌ، فَارْجِعْ مَأْجُوْرًا غَيْرَ مَأْزُوْرٍ وَأَبْشِرْ بِمَا يَسُرُّكَ.

৪৪/১০৯২। আল্লাহর অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে উপনিত হয়ে যে ব্যক্তি উপার্জিত হারাম মাল হতে এই ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রার ইচ্ছে করে। যখন সে তালবিয়া পাঠ করে সওয়ারীতে পা রাখে এবং তার সওয়ারী চলতে থাকে আর সে বলতে থাকে: আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির। আকাশ থেকে একজন আহবায়ক ডাক দেয়: তুমি হাযির হও নাই, তোমার জন্য কোন সফলতাও নেই, তোমার উপার্জন হারাম, তোমার পাথেয় হারাম, তোমার পথ খরচ হারাম। অতএব তুমি পুরস্কার না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাও, যা তোমার নিকট খারাপ লাগে তার সুসংবাদ তুমি গ্রহণ করো। আর যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ দ্বারা হজ্জে বের হয়ে সে তার সওয়ারীতে পা রাখলো, তার সওয়ারী তাকে নিয়ে চলতে লাগলো, আর সে বলতে লাগলো: আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। তখন আকাশ থেকে একজন আহবায়ক বলে: তুমি হাযির হয়েছো, এবং তোমার জন্য সফলতা তোমার ডাকে আমি সাড়া দিয়েছি। তোমার পথখরচ হালাল, তোমার পোষাক হালাল, তোমার পাথেয় হালাল, অতএব তুমি ব্যর্থ হয়ে নয় বরং পুরস্কৃত হয়ে ফিরে যাও, যা তোমার জন্য সুখকর তার সুসংবাদ তুমি গ্রহণ করো।

ضعيف جدا. رواه البزارفي «مسنده» (رقم- ١٠٧٩) من طرق سلميان بن داود ثنا يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال:«الضعف بين علي أحاديث سلمان ولا يتابعه عليها أحد،وهو ليس بالقوي»! وقال الهيثمي في«مجمع الزوائد »(٣\٢١٠) : « رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف». قلت :بل هو ضعيف جدا ، قال ابن معين: ليس بشيئ، وقال البخاري: «منكرالحديث« وقال ابن حبان :ضعيف.وقال آخر :«متروك»

হাদীছ মারাত্মক দুর্বল। বাযযার "মুসনাদ"(১-৭৯নং)সুলাইমান বিন দাউদের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করে ইয়াহয়া বিন কাছির তিনি আবু সালমা থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে এবং বলেন:" সালমানের হাদীছসমূহে দুর্বলতা স্পষ্ট, তার একটিও গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সে শক্তিশালীও নয়। হায়ছামী "মাজমাউয যাওয়ায়েদ"(৩/২১০) বলেন:"বাযযার বর্ণিত হাদীছে সালমান বিন দাউদ য়ামামী সে দুর্বল। আমার মতে: বরং সে মারাত্মক দুর্বল, ইবনে মুঈন বলেন: সে কোন ধর্তব্য নয়, ইমাম বোখারী বলেন: সে মুনকার। ইবনে হিব্বান বলেন: সে দুর্বল। আবার বলেন: সে পরিত্যাজ্য"।

٤٥/١٠٩٣- يَأْتِي عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ يَحُجُّ أَغْنِيَاءُ أُمَّتِي لِلنُّزْهَةِ، وَأَوْسَطُهُمْ لِلتِّجَارَةِ، وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلمسْأَلَةِ.

৪৫/১০৯৩। এমন এক যুগ আসবে যখন এই উম্মতের ধণী ব্যক্তিরা হজ্জ করবে আমোদ-ফুর্তি করতে, মধ্যবর্ত্তীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে,ক্বারীরা লোক দেখানো জন্য ও গরীবেরা হজ্জ করতে আসবে মানুষের কাছে সওয়াল করতে।

ضعيف. أخرجه الخطيب(١٠\\٢٩٦) من طريق ابن الجوزي في «منهاج القاصدين»(١\\٦٤\\١-٢): حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السرخسي -قدم علينا الحج -فقال: حدثنا إسماعيل بن جيمع ،قال : حدثنا مغيث بن أحمد عن فرقد السبخي(كذا وفي «المنهاج» مغيث بن أحمد البلخي) قال: حدثني سليمان بن عبدالرحمن عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسي : عن محمد بن عطاء الدلهي(ليس في «المنهاج» الدلهي) عن جعفر بن سليمان قال :حدثنا ثابت عن أنس بن مالك مرفوعًا.قلت :وهذا إسناد مظلم.كل من دون جعفر بن سليمان لم أجدله ترجمة.

হাদীছটি দুর্বল। খতীব "(১০/ ২৯৬) ইবনে জাওযী "মিনহাজুল ক্বাসিদীন"(১/৬৪/১-২)র সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন আবুল কাসেম আব্দুর রহমান বিন হাসান সারাখসী তিনি আমাদের নিকট হজ্জে আসলেন । তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন জামী। তিনি বলেন:আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন মুগিছ বিন আহমাদ ফারকাদ সুবহী থেকে (মিনহাজ-এ বলখী) তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছে সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান, মুখাল্লাদ বিন আব্দুর রহমান আন্দুলুসী থেকে তিনি মুহাম্মাদ বিন আতা দিল্লী থেকে (মিনহাজে দিল্লী উল্লেখ নাই) জা'ফার বিন সুলাইমান থেকে তিনি বলেন:আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন ছাবেত আনাস বিন

মালেক থেকে মারফু সূত্রে। আমার মতে:এই ইসনাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেননা এতে বর্ণিত জা'ফর বিন সুলাইমানর জীবনী আমি পাই নাই।

٤٦/١١٠٧- كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ فِيْ هَذَا المَكَانِ، وَيَقُوْلُ كُلَّمَا رَمَي بِحَصَاةٍ: اَللّهُ أَكْبَرُ. اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَعَمَلاً مَشْكُوْرًا.

৪৬/১১০৭। তিনি এই স্থান থেকে পাথর মারতেন। প্রত্যেকবার পাথর মারার সময় বলতেন: আল্লাহু আকবার. আল্লাহুম্মাজ আলহু হাজ্জা মাবরুরা, ওয়া যানবান মাগফূরা, ওয়া আমালাম মাশকুরা।

ضعيف. أخرجه البيهقي في«سننه» (١٢٩\٥) والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢\١١)عن عبدالله بن حكيم المزني :حدثني أبو أسامة قال: «رأيت سالم بن عبد الله بن عمر استبطن الوادي ثم رمي الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة:الله أكبر، الله أكبر... فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي آن النبي كان يرمي الجمرة.... » الحديث. وقال البيهقي:«عبدالله بن حكيم ضعيف». قلت: بل هوشر من ذلك،هو أبو بكرالداهري البصري قال أحمد وغيره :«ليس بشيء».وقال الجوزجاني: «كذاب»، وقال أبونعيم الأصبهاني:« روى عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات».وقال العقيلي:« يحدث بالبواطيل عن الثقات».

হাদীছটি দুর্বল। বায়হাকী "সুনান"(৫/১২৯),খতীব "তালখীসুল মুতাশাবিহ" (২/১১) আব্দুল্লাহ বিন হাকীম মুজানীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন আমাদের আবু উসামাহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন:" আমি সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার(রাঃ)-কে দেখলাম তিনি মীনা উপত্যকায় যাচ্ছেন, তারপর সাতটি পাথর মারলেন। প্রত্যেকবার পাথর মারার সময় আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর আমি তাঁকে তিনি যা করলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন: আমার পিতা আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন নবী (সঃ) যখন পাথর মারতেন ....। বায়হাকী বলেন:" আব্দুল্লাহ বিন হাকীম দুর্বল"। আমার মতে: " বরং তার চেয়েও মারাত্মক। তার নাম আবু বকর দাহিরী ইসপাহানী ইমাম আ'মাশ ও খালেদের পক্ষ থেকে অনেক জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন: "তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে অনেক বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন"।

٤٧/١١٨٤- مَنْ حَجَّ عَنْ مَيِّتٍ فَلِلَّذِيْ حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أُجْرِهِ، وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

فَلَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ، وَمَنْ دَلَّ عَلي خَيْرٍ فَلَ مِثْلَ أَجْرِ فَاعله.

৪৭/১১৮৪। যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করলো, তাহলে যে হজ্জ করলো সে যেন সমপরিমান সওয়াব পেলো, এবং যে কোন রোযাদারকে ইফতার করালো সে যেন তার সমপরিমান সওয়াব পেলো, এবং যে কোন ভাল কাজ দেখিয়ে দিলো সে যেন সে পরিমাণ সওয়াব পেলো।

ضعيف. أخرجه الخطيب(١١\٣٥٣) من طريق أبي حجبة علي بن بهرام العطار: حدثنا عبد المالك بن أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًابه.قلت: وهذا سند ضعيف.وله علتان: الأولي: جهالة أبي خجبة هذا فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والأخري: عنعنه ابن جريج فأنه مدلس.

হাদীছটি দুর্বল। খতীব" (১১/৩৫৩) আবু হাজিয়্যা আলী বিন বাহরাম আত্তারের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেন আব্দুল মালেক বিন আবু কারীমা ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি আতা থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল, তার কারণ দুইটি। এক: আবু হাজিয়্যার অপরিচিত হওয়া। খতীব তার জীবনী এনেছেন কিন্তু তার কোন ভাল-মন্দ বর্ণনা করেন নাই। ইবনে জুরাইজ মুদাল্লিস ।

٤٨/١١٩٣- خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةٍ فِيْ غَيْرِهَا.

৪৮/১১৯৩। আরাফার দিনের শুক্রবার হলে তা হবে উত্তম দিনে যে দিনে সূর্য উদয় হবে। তা অন্য দিনের (শুক্রবার ব্যতীত) সত্তর হজ্জের চেয়েও উত্তম।

لا أصل له .قال السخاوي في « الفتاوي الحديثية »(ق١٠٥\٢) ذكر رزين في «جامعه«مرفوعًا إلي النبي ولم يذكر صحابيه، ولا من خرجه،والله أعلم.

হাদীছটির মূল ভিত্তি নেই। সাখাভী বলেন "আল-ফাতাওয়া আল-হাদীছীয়া" (১-৫/২): "রযীন তার "জামেআ"তে নবী (সঃ)র পক্ষ থেকে সরাসরি সূত্রে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তাতে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। অথবা যিনি চয়ন করেছেন তার নামও।

٤٩/١٢٣٠- حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَ غَزَوَاتٍ، وَ غَزْوَةٌ لِمَنْ حَجَّ

خَيْرٌ مِنْ عَشَرَ حِجَجٍ ، غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ جَازَ الْبَحْرَ كَأَنَّمَا جَازَ الأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيْهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ.

৪৯/ ১২৩০। একবার হজ্জ করা যে হজ্জ করে নাই তার জন্য তা দশটি জিহাদের সমান সওয়াব। একবার জিহাদ করা দশবার হজ্জ করার সমান যে ব্যক্তি হজ্জ করেছে। সমুদ্রপথে একবার জিহাদ করা জমীনে দশবার জিহাদ করার সমান সওয়াব, আর যে সাগর অতিক্রম করলো সে যেন পুরো ভূ-পৃষ্ঠ অতিক্রম করলো, ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যেন নিজ রক্তে রক্তাক্ত হয়ে থাকার মতো।

ضعيف. رواه ابن بشران في «الأمالي» (١\١١٧\٢٧) عن عبد الله بن صالح: حدثني يحي بن أيوب عن يحي بن سعيد عن عطا بن يسار عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.قلت: إن ابن صالح فيه كلام كثير وقد قال الحافظ فيه: « صدوق كثير الغلط،ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে বিশ্‌র " আল-আমালী (১/ ১১৭/২৭)এ উবায়দুল্লাহ বিন সালেহর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া বিন আইয়্যুব তিনি ইয়াহয়া বিন সাঈদ থেকে তিনি আতা বিন ইয়াসার থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিনি আমর থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: ইবনে সালেহ এর ব্যাপারে যথেষ্ট কথা রয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার বলেন: " সে সত্যবাদী তবে অনেক ভূল করে। এবং তা তার কিতাবেই স্পষ্ট। এবং তার মধ্যে অলসতাও রয়েছে।

١٣١٣/٥٠ - اَلرَّفَثُ: اَلإِعْرَابَةُ وَالتَّعْرِيْضُ لِلنِّسَاءِ بِالْجِمَاعِ، وَالْفُسُوْقُ: اَلْمَعَاصِيْ كُلُّهَا، وَالْجِدَالُ: جِدَالُ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ.

৫০/১৩১৩। "রাফাছু "অর্থ:নারীদের নিকট সঙ্গমের লক্ষে নিজেকে উপস্থাপন করা। "ফূসুক" অর্থ: সকল প্রকারের আল্লাহ বিরোধী কার্যকলাপ ,"জিদাল" অর্থ ব্যক্তি তার সাথীর সাথে ঝগড়া করা।

ضعيف. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢\١١٠٢\٣) :حدثنا يحي بن عثمان بن صالح : نا سوا بن محمد بن قريش العنبري البصري: نا يزيد بن زريع: نا روح بن القاسم عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عبا رضي الله عنهما قال : قال رسول الله في قوله عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في

الحج)قال: فذكره.وبهذا الإسناد أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (ص ١٧٤) في ترجمة سوار هذا ونسبه العنبري وقال:« ولا يتابع علي رفع حديثه، بصري كان بمصر».قال الذهبي في ترجمة سوار هذا: «محله الصدق، رفع حديثا فأخطأ». فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

হাদীছটি দুর্বল। তাবারণী "আলমুজামুল কাবীর" (২/১০২/৩) হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইয়াহয়া বিন উসমান বিন সালেহ। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সাওর বিন মুহাম্মাদ বিন কুরাইশ বাসরী তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইয়াযিদ বিন যুরাই তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন রাওহ বিন কাসেম ইবনে তাউস থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন: (ফালা রাফাছা ওয়ালা ফুসুকা ওয়ালা জিদালা)। এই সনদে উকায়লী "আয-যুআফা" (১৭৪পৃঃ)এ উল্লেখ করেছেন, এবং সাওরের জীবনী উল্লেখ করে .বলেন: মারফূ সূত্রে তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা সে ভূল করে।

٥١/١٤٣٣- إِذَا حَجَّ رَجُلٌ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، قَالَ اللَّهُ : لاَ لَبَّيْكَ ولاَسَعْدَيْكَ ، وَهَذَا مَرْدُوْدٌ عَلَيْكَ،

৫১/ ১৪৩৩। যখন কোন ব্যক্তি তার জন্য অবৈধ এমন মাল দ্বারা হজ্জ করে, এবং সে বলে: হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির আল্লাহ ! আমি তোমার দরবারে হাযির। তখন আল্লাহ বলেন: তুমি আমার দরবারে হাযির হও নাই, তোমার জন্য কোন সফলতা নেই, তোমার উপরই এটা প্রত্যাখ্যান করা হলো।

ضعيف. رواه ابن دوست في «الفوائد العوالي» (١\١٤\١)وابن عدي (١\١٣٠) عن أبي الغصن الدجين بن ثابت - من بني يربوع- عن أسلم مولي عمر عن عمر بن الخطاب مرفرعًا. قلت: وهذا سند ضعيف أبو العضن هذا قال ابن عدي: «مقدار ما يرويه ليس بمحفوظ».وقال ابن الجوزي:« حديث لا يصح، فيه دجين بن ثابت قال يحي: ليس بشيئ ، وقال النسائي:«غير ثقة».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে দোস্ত " আল-ফাওয়ায়েদুল আওয়ালী"(১/১৪/১) ইবনে আদী(১/ ১৩০) আবুল গাস্ন দাজিন বিন ছাবিত বণী ইয়ারবু বংশীয়। উমার (রাঃ)র আযাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে তিনি উমার (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: " আবুল গাস্ন সম্পর্কে ইবনে আদী বলেন " তার থেকে যা বর্ণিত তা সংরক্ষিত নয়। ইবনে জাওযী বলেন: হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়।

তাতে দাজিন বিন ছাবিত রয়েছে ইয়াহয়া বলেন: সে কোন ধর্তব্য নয়। এবং নাসাঈ বলেন: সে নির্ভরযোগ্য নয়"।

٥٢/١٤٣٤- إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا، وَاسْتُبْشِرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاءِ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ بِرًّا.

৫২/১৪৩৪। যখন কোন ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ করে তখন তার পক্ষ থেকে এবং তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়, এবং আকাশে তাদের উভয়ের আত্মাকে সুসংবাদ দেয়া হয়, আর আল্লাহর নিকট সে সৎকর্মশীল হিসেবে লেখা হয়ে যায়।

ضعيف. أخرجه الدارقطني في «السنن» (٢٧٢) وابن شاهين في «الترغيب» (١\٢٩٩) عن أبي أمية الطرسوسي: ثنا أبو خالد الأموي :نا أبو سعد البقال عن عطاء بن أبي رباح عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله: قلت: وهذا سند ضعيف. أبو سعد البقال- هو سعيد بن مرزبان- ضعيف مدلس كما في «التقريب». وأبو خالد الأموي لم أعرفه. وذكر المناوي أنه أبو خالدالأحمر. وفيه بعد وأبو امية الطرسوسي ، واسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم. قال الحافظ:« صدوق صاحب حديث يهم».

হাদীছটি দুর্বল। দারকুতণী "সুনান"(২৭২) এবং ইবনে শাহিন "আত-তারগীব" (১/২৯৯)এ আবু উমাইয়্যা তারসূসীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন আবু সাঈদ বাক্কাল আতা বিন আবু রাবাহ থেকে তিনি যায়েদ বিন আরকাম থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন:.। এই সনদ দুর্বল। আবু সাঈদ বাকাল-সাঈদ বিন মারযবান-সে মুদাল্লিস (আত-তাকরীব)। আবু খালেদ উমাইয়্যা আমি তাকে চিনি না। মানাঈ তাকে আবু খালেদ আল-আহমার বলে উল্লেখ করেছেন। তার নাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম বিন মুসলিম। হাফেয বলেন: " সত্যবাদী তবে সন্দেহযুক্ত"।

٥٣/١٤٣٥- مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ، أَوْ قَضَي عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ.

৫৩/১৪৩৫। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালক করে, অথবা তাদের ঋণ আদায় করে দেয় কেয়ামতের দিন তাকে সৎকর্মশীলদের মাঝে উঠানো হবে।

ضعيف جدا. أخرجه ابن شاهين في «الترهيب» (٢\٩٩) والطبراني في «الأوسط» (رقم ٧٩٦٤) عن صلة بن سليمان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله .وهذا إسناد ضعيف جدا صلةبن سليمان هذا قال الذهبي في «الضعفاءوالمتروكين» :«تركوه» وذكر له في «الميزان» من مناكيره حديثين، هذا أحدهما وأقره الحافظ في :اللسان» ونقل عن ابن معين وأبي داود أنهما قالا فيه :«كذاب» .

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। ইবনে শাহিন" আত-তারহীব(২/৯৯), তাবারণী " আওসাত" (৭৯৬৪ নং)এ সিলাহ বিন সুলাইমানের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি আতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। এই ইসনাদ মারাত্মক দুর্বল। সিলাহ বিন সুলাইমান সম্পর্কে যাহাবী "আয-যুআফা ওয়ালমাতরূকীন"এ বলেন: সমস্ত ইমামগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। "আল-মীযান"এ তার মুনকার হাদীছসমুহের মধ্য হতে দুইটি হাদীছের আলোচনা করেছেন, এই হাদীছ তার একটি । এবং হাফেয ইবনে হাজার ইবনে মুঈন ও আবু দাউদ থেকে উদ্ধৃত করেন যে, তারা উভয়ে বলেছেন:" সে মিথ্যুক"।

١٩٦٤/٥٤- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُ بِالْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلَاثَةَ نَفَرِ الْجَنَّةَ: اَلْمَيِّتُ، وَالْحَاجُّ عَنْهُ، وَالْمُنَفِّذُ ذٰلِكَ.

৫৪/১৯৬৪। আল্লাহ পাক এক হজ্জের দ্বারা তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মৃতব্যক্তি, তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালনকরী,এবং তার জন্য সামগ্রী ব্যবস্থা যে করে দিলো।

ضعيف. أخرجه البيهقي في «سننه» (٥\ ١٨٠) من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى:ثنا إسحاق- يعني ابن عيسى بن الطباع-: ثنا أبو مشعر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله....وقال:«":أبو مشعر هذا نجيح السندي مدني ضعيف».قلت: وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» لأنه ذكره من طريق ابن عدي بسنده إلي إسحاق بن إبراهيم السختياني: حدثنا إسحاق بن بشر:حدثنا أبو معشربه،وقال «لا يصح، إسحاق يضع».

হাদীছটি দুর্বল। বায়হাক্বী তার "সুনান"(৫/১৮০)এ আলী বিন হুসাইন বিন ঈসার সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইসহাক অর্থ্যাৎ ইবনে ঈসা বিন তাব্বা। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু মাশআর মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির থেকে তিনি জাবের বিন আব্দুল্লাহ থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:...। তিনি বলেন: আবু মাশআর তার নাম নাজিহ সিন্ধী মাদানী দুর্বল। আমার মতে: এই হাদীছটি ইবনে জাওযী তার " আল-মাওযুআত (জাল হাদীছ সঙ্কলণ)" এ উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে আদীর বরাতে ইসহাক বিন ইবরাহিম সাখতীয়ানীর সূত্রে হাদীছের সনদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন বিশর তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন আবু মাশআর। তারপর তিনি বলেন: " হাদীছটি সহীহ নয়, ইসহাক জাল হাদীছ তৈরী করতেন"।

١٩٧٩/٥٥- حَجَّةٌ لِلْمَيِّتِ ثَلاَثَةٌ: حَجَّةٌ لِلْمَحْجُوْجِ عَنْهُ ، وَحَجَّةٌ لِلْحَاجِّ ،وَحَجَّةٌ لِلْوَصِيِّ.

৫৫/১৯৯৭৯। আল্লাহ পাক এক হজ্জের দ্বারা তিনি ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মৃত ব্যক্তি. তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালনকারী এবং তার জন্য সামগ্রী ব্যবস্থা যে করে দিলো।

ضعيف. قال الدارقطني:حدثنا إبراهيم بن محمد بن بحي: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس:حدثنا الحسن بن العلاء البصري:حدثنا مسلمة بن إبراهيم : حدثنا هشام بن سعيد عن سعيد بن قتادة عن أنس قال :قال رسول الله .... كذا في «اللآلئ المصنوعة»(٧٣\٢) وهو سند ضعيف. فيه لم أجد له ترجمة، وابن فارس -وهو الدلال- ترجمتة في «الأنساب» وذكر عن الأخرم أنه قال فيه:«وما أنكرناعليه ألا لسانه، فأنه كان فحاشا».

হাদীছটি দুর্বল। দারকুতণী বলেন, আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন ফারেস। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলা বাসরী তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন মাসালামা বিন ইবরাহিম। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন হিশাম বিন সাঈদ সাঈদ বিন কাতাদাহ থেকে তিনি আনাস থেকে তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন। এই সনদ "আল-আলী আল-মাসনুআ"(২/৭৩)তে উল্লেখিত হয়েছে যা দুর্বল।তার মাঝে আমি কারো জীবনী পাই নাই। ইবনে ফারেস তিনি ছিলেন

দালাল তার জীবনী "আল-আনসাব"এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং আখরাম থেকে উল্লেখ করা হয়েছে " আমাদের নিকট তার জবান ছাড়া অন্য কোন বস্তু সমস্যা নয়। কেননা তিনি অশ্লীল ভাষী ছিলেন"।

٥٦/٢٠٠٠- مَا امْعَرَ حَاجٌّ قَطٌّ.

৫৬/ ২০০০। হাজী কখনও অভাবগ্রস্থ হয় না।

ضعيف. رواه الطبراني في« الأوسط» (١\١١٠\٢) عن شريك عن محمد بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعًا ،قال: «لم يروه عن ابن المنكدر إلا محمد بن زيد».قلت:وهو محمدبن زيد بن المهاجر بن قنفذ وهو ثقـة. لكن الراوي عنه شريك وهو ابن عـبـد الله القـاضي ضـعـيف لسـوء حفظه.وعبد الله بن محمد بن المنكدر لم أجد من ترجمه، ولم يذكر الحافظ في الرواة عن أبيه.وإنما ذكرابنيه يوسف والمنكدر فقط.

হাদীছটি দুর্বল। তাবারণী তার " আওসাত" (১/১১০/ ২) শুরাইক বিন মুহাম্মাদ বিন যায়েদ এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির থেকে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে । অতঃপর বলেন: " ইবনে মুনকাদির থেকে মুহাম্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ হাদীছ বর্ণনা করে নাই"। আমমার মতে: মুহাম্মাদ বিন যায়েদ বিন মুহাজির বিন কুনফুজ তিনি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার থেকে বর্ণনা কারী শুরাইক তিনি ইবনে আব্দুল্লাহ কাযী তিনি তা স্মরণ শক্তি দুর্বলতার কারণে দুর্বল।এবং আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির আমি তার কোন জীবনী পাই নাই। এবং হাফেয ইবনে হাজার তার পিতা থেকে কোন হাদীছ বর্ণনার সূত্র বর্ণনা করেন নাই. শুধু মাত্র তার পুত্র মুনাকাদির থেকে।

٤٤٦ص/٥٧- كُتِبَتْ لَهُ أَرْبَعُ حِجَجٍ: حَجَّةٌ لِلَّذِيْ كَتَبَهَا ، وَحَجَّةٌ لِلَّذِيْ أَنْفَذَهَا ، وَحَجَّةٌ لِلَّذِيْ أَخَذَهَا . وَحَجَّةٌ لِلَّذِيْ أَمَرَ بِهَا .

৫৭/পৃঃ ৪৪৬। তার জন্য চারটি হজ্জের সওয়াব লেখা হবে: এক হজ্জ যে তার জন্য লিখে দিয়েছে. এক হজ্জ যে তা ব্যবস্থা করে দিয়েছে, এক হজ্জ যে তার নিকট থেকে নিয়েছে এবং এক হজ্জ যে তাকে এ ব্যাপারে তাকে আদেশ দিয়েছে।

آخرجه البيهقي في «سننه» (٥\ ١٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد :ثنا زاجر بن الصلت الطاحي: ثنا زياد بن سفيان عن أبي سلمة عن أنس بن مالك

أن رسول الله قال في رجل أوصي بحجة.وقال:«زياد بن سفيان هذا مجهول ،والإسناد ضعيف».قلت والراوي عنه زاجر بن الصلت لم أجد له ترجمة.

হাদীছটি দুর্বল। হাদীছটি বায়হাক্বী তার "সুনান" (৫/ ১৮০)এ কুতাইবা বিন সাঈদের সূত্রে চয়ন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাজের বিন সাল্‌ত ত্ব হী তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন যিয়াদ বিন সুফিয়ান আবু সালমা থেকে তিনি আনাস বিন মালেক থেকে নবী (সঃ) এক ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন, যে তার হজ্জের ব্যাপারে অসিয়্যত করেছিলেন। তারপর তিনি বলেন: যিয়াদ বিন সুফিয়ান অজ্ঞাত ইসনাদও দুর্বল। আমার মতে: যাজের বিন সালতের জীবনী আমি পাইনি।

٥٨/٢١٤٩ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُلْتَزَمٌ مَا يَدْعُوْ بِهِ صَاحِبُ عَاهَةٍ إِلاَّ بُرِئَ.

৫৮/২১৪৯। রুকন এবং মাকামে ইবরাহিমের মাঝে রয়েছে মুলতাজাম। যে কোন পাপী ব্যক্তি সেখানে দোয়া করবে তাতে সে পাপমুক্ত হবে।

ضعيف جدا . رواه الطبراني (رقم ١١٨٧٣) عن شاذ بن الفياض : ناعباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا عباد بن كثير هو الثقفي البصري متروك.

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। তাবারণী (১১৮৭৩ নং) শায বিন ফায়্যাযের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্বাদ বিন কাছির আবু আইউব থেকে তিনি ইকরিমাহ থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই ইসনাদ মারাত্মক দুর্বল। আব্বাদ বিন কাছির ছাকাফী বাসরী তিনি পরিত্যাক্ত।

٥٩/٢١٨٧- مَنْ مَاتَ فِيْ هَذَا الْوَجْهِ مَنْ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً لَمْ يُعْرَضْ وَلَمْ يُحَاسَبْ وَقِيْلَ لَهُ : (اُدْخُلِ الْجَنَّةَ).

৫৯/২১৮৭। যে ব্যক্তি এই পথে (মক্কা) হাজী অথবা উমরাহকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। কেয়ামতের দিন তাকে পেশ করা হবে না, এবং তার নিকট থেকে হিসেবও নেওয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে (জান্নাতে প্রবেশ করো)।

منكر. رواه الدارقطني (٢٨٨) عن محمد بن الحسن الهمداني: نا عائذ المكتب عن عطاء بن إبي رباح عن عائشة قالت: قال رسول الله : فذكره.قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا. الهمداني هذا قال النسائي :«متروك» وضعفه غيره.

হাদীছটি মুনকার। দারকুত্বনী (২৮৮) মুহাম্মাদ বিন হাসান হামদানীর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আয়েয আল-মাকতাব আতা বিন আবু রাবাহ্ থেকে আয়েশা থেকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন: রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন। আমার মতে: এই ইসনাদ মারাত্মক দুর্বল। হামদানী সম্পর্কে নাসাঈ বলেছেন: "পরিত্যাজ্য"এবং অন্যান্যরাও তাকে দুর্বল বলেছেন।

٢٢٧٦/٦٠- إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْمُلَبِّيْنَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُلَبِّي الْمُلَبِّيْ.

৬০/২২৭৬। কেয়ামতের দিন মুয়াযিযনগণ এবং তালবিয়া পাঠকারীগণ (হাজীগণ) তাদের কবর থেকে এমতাবস্থায় বের হবেন যে, মুয়াযিযন আযান দিতে থাকবেন আর তালবিয়া পাঠকারী গণ তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন।

ضعيف جدا. رواه الدارقطني في «الأوسط» (١/٢٥- بترتيبه): حدثنا خلف بن عبد الله الضبي :ثنا عمرو بن الرضى بن نصر بن الرضى البصري :ثنا عبدالله بن عبد المالك الذماري:ثنا أبو الوليد الضبي عن أبي بكر الهذلي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وقال«لا يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد». قلت: وهو واه جدا. أبو بكر الهذلي قال الحافظ:«متروك» وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، ومن دونهما لم أعرف أحدا منهم.

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। দারকুত্বনী "আল-আওসাত"(১/২৫-ক্রমানুসারে) এ হাদীছটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন খালফ বিন আব্দুল্লাহ যবী। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আমর বিন রেযা বিন নাসর বিন রিযা আল-বাসরী। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালিক যিমারী। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু ওয়ালিদ যবী আবু বকর হুযালী থেকে আবু যুবাইর থেকে জাবের থেকে মারফূ সূত্রে। তিনি বলেন: "এই ইসনাদ ছাড়া জাবের থেকে অন্য কোন ইসনাদে হাদীছ বর্ণিত হয় নাই"। আমার মতে:খালফ বিন আব্দুল্লাহ্ মারাত্মকভাবে সন্দেহযুক্ত, হাফেয ইবনে হাজারের মতে হুযালী "পরিত্যাজ্য" ও আবু যুবাইর মুদাল্লিস। এ দুজন ব্যতীত অন্য কাউকেই আমি চিনি না।

٢٢٨١/٦١-مَنْ قَضَى نُسُكَهُ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৬১/২২৮১। যে ব্যক্তি নিজের হজ্জ করলো, এবং মুসলমানগণ তাঁর জিহবা ও হাত থেকে নিরাপদ রইলো তাঁর পূর্বের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

ضعيف. رواه ابن عدي(٢/٣٨)، وابن عساكر(١٥/ ٣٤٨/٢) عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر بن عبد الله مرفوعا قلت: هذا سند ضعيف.موسى بن عبيدة ضعيف، وآما أخوه عبد الله بن عبيدة فمختلف فيه: قال الذهبي: « وثقه غير واحد، وأما ابن عدي فقال: الضعف علي حديثه بين ، وقال يحي : ليس بشيئ، وقال أحمد : لا يشتغل به ولا بأخيه، وقال ابن حبان : لا راوي له غير أخيه،فلا أدري البلاء من أيهما، وقال ابن معين : لم يسمع من جابر».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে আদী (২/৩৮), ইবনে আসাকির (১৫/ ৩৪৮/২) মুসা বিন উবাইদাহ থেকে তিনি তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন উবাইদাহ থেকে তিনি জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে: হাদীছের সনদ দুর্বল। মুসা বিন উবাইদাহ দুর্বল। আর তার ভাই সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন: তাকে অনেকেই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইবনে আদী বলেন: এই হাদীছের মাঝে দুর্বলতা স্পষ্ট প্রতীয়মাণ। ইয়াহয়া বলেন: সে ধর্তব্যর মধ্যে নেই। আহমাদ বলেন: তাকে এবং তার ভাইকে নিয়ে কোন ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। ইবনে হিব্বান বলেন: সে ব্যতীত অন্য কেহ তার ভাই থেকে হাদীছ বর্ণনা করে নাই। আমার জানা নেই কার মধ্যে সমস্যা রয়েছে। ইবনে মুঈন বলেন: সে জাবের থেকে শ্রবণ করে নাই"।

٦٢/٢٣٧٠- إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ، وَيَغْرُسُوْنَ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ.

৬২/২৩৭০। নিশ্চয় মানুষেরা ইয়াজুজ মায়াজুজের বের হওয়ার পরেও হজ্জ , উমরাহ ও গাছ রোপণ করবে।

ضعيف بهذا التمام. أخرجه عبدبن حميد في «المنتخب من المسند» (٩٤١) :حدثنا روح بن عبادة : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: فذكر.قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات ولكنه منقطع. فقد قال الحاكم:«لم يسمع قتادة من صحابي غير أنس».قلت: ويؤيده

أن بعض الثقات قد ذكر بين قتادة وأبي سعيد (عبد الله بن أبي عتبة)، دون جملة الغرس، فهي منكرة.

এই প্রকারে হাদীছটি দুর্বল। আবদ বিন হুমাইদ "আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" (৯৪১)-এ হাদীছটি চয়ন করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন রাওহ বিন উবাদাহ। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আবু আরুবা কাতাদাহ থেকে তিনি আবু সাঈদ খুদরী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। কিন্তু তাঁর সমস্ত বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য,তবে সকলেই বিচ্ছিন্ন। হাকেম বলেন: আনাস ছাড়া অন্য কোন সাহাবী থেকে কাতাদা হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। আমার মতে: এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের কেহ কেহ হাদীছটিকে শক্তিশালী করেছে, তবে "গাছ রোপণ "শব্দ ব্যতিরেকে। কেননা এই বাক্যটিই মুনকার।

٦٣/٢٤١١-إِذَا لَقِيْتَ الحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ.

৬৩/২৪১১। যখন তুমি কোন হজ্জ পালনকারীর সাথে দেখা করবে, তখন তুমি তাকে সালাম দাও এবং তার সাথে হাত মেলাও, এবং তাকে বলো, সে যেন তার বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে তোমার জন্য দোয়া করে। নিশ্চয় তার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

موضوع. رواه أحمد (٢/ ٦٩. ١٢٨)، وابن حبان في «المجروحين»(٢/ ٢٦٥) عن محمد بن الحارث عن ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قلت: وهذا إسناد موضوع، آفته ابن البيلماني ، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو متهم بوضع نسخة .ومحمد بن الحارث ضعيف.

হাদীছটি জাল। আহমাদ (৬/ ৬৯,১২৮), ইবনে হিব্বান " আল-মাজরুহীন" (২/২৬৫) মুহাম্মাদ বিন হারেছ ইবনে বায়লামানী থেকে তার পিতা থেকে ইবনে উমার থেকে মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আমার মতে: এই ইসনাদ জাল। আর তার কারণ ইবনে বায়লামানী তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আল-বায়লামানী। হাদীসের কপি জাল করার দোষে তিনি অভিযুক্ত এবং মুহাম্মাদ বিন হারেছ দুর্বল।

٦٤/٢٤١٥-إِذَا تَأَهَّلَ الرَّجُلُ فِيْ بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ بِهِ صَلَاةَ الْمُقِيْمِ.

৬৪/২৪১৫। যখন কোন ব্যক্তি কোন শহরে তালবিয়া পাঠ করবে, তখন সে সেই শহরে মুক্বিমের ন্যায় সালাত আদায় করবে।

ضعيف.رواه أحمد (٦٢/١) :ثنا أبو سعيد مولي بني هاشم قال:ثنا عكرمة بن إبراهيم الباهلي: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عثمان بن عفان أنه صلى بأهل منى أربعا ، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال : إني تاهلت بأهلي لما قدمت، وإني سمعت رسول الله يقول:فذكره. قلت: هذا إسناد ضعيف. لجهالة ابن إبي ذباب، ·واسمه عبد الرحمن بن الحقرث بن سعد بن أبث ذباب الدوسي المدني.لم يےره في «التاريخ طلكبير» للبخاري، ولا في «الجرح والتعديل» ·ولكنه في ترجمة ابنه عبد ·الله، أعله بالإبقطاع بين أبيه وعثمان: وروى عن أبيه عن عثمان مربل» . وعكرمة بن إبراهيمÔفڗال: (٩٤/٢/٢) : الباهلي، قال الحسيني:«ليس بالمشهور».وقال أبو زرعة:«لا أعًف حاله»

হাদীছটি দুর্বল। আহমাদ (১/৬২) হাদীছটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ বনু হাশিমের স্বাধীন গোলাম। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইকরামা বিন ইবরাহিম আল-বাহিলী। তিনি বলেন:আমাদের হাদী বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু যুবাব উসমান বিন আফফান থেকে। তিনি (উসমান বিন আফফান (রাঃ) মিনাতে চার রাকআত নামায পড়ছিলেন। মানুষেরা এটা না পছন্দ করলো। তখন তিনি বলেন: আমি যখন এসেছি তখন আমি তালবিয়া পাঠ করেছি। আর আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ বলেছেন। আমার মতে: এই ইসনাদ দুর্বল। ইবনে আবি যুবাব-র অপরিচিতির কারণে। তার নাম আব্দুর রহমান বিন হারেছ বিন সাদ বিন আবু যুবাব আদ-দাওসী আল-মাদানী। ইমাম বুখারী রচিত" তারিখুল আকবার" এ তার সর্ম্পকে কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয় নাই । কিন্তু তার ছেলের জীবনীতে ইমাম বুখারী তার পিতা এবং ওসমান (রাঃ)-র মাঝে বিচ্ছিন্নতার দোষে অভিযুক্ত করেছে।তিনি বলেন: " সে তার পিতা থেকে উসমান খেকে মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীছ বর্ণনা করেছে"। ইকরামা বিন ইবরাহিম আল-বাহিলী সম্পর্কে হুসাইনী বলেন: "সে মুহাদ্দীছ গণের নিকট প্রসিদ্ধ নয়"। আবু যুরআ বলেন: " আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি না"।

٦٥/٢٥٢٢- أُقْتُلُوا الْوَزَغَ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ.

৬৫/২৫২২। কা'বার মধ্যে হলেও তোমরা গিরগিট (টিকটিকি) মারো।

ضعيف جدا. رواه الطبراني (٣/١٢٤/١)، وفي «الأوسط»(١/١٣٠/١) عن عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا عَمر هذا المعروف بسندل؛ قال أحمد: «متروك، ليس يسوي حديثه شيئا، لم يكن حديثه بصحيح، حديثه بواطيل».وقال البخاري وآبو حاتم :«منكر الحديث».

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। ত্বাবারণী (৩/১২৪/১)," আল- আওসাত্ব" (১/১৩০/) এ উমার বিন কায়েস থেকে তিনি আতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন। আমার মতে: এই সনদ অত্যাধিক দুর্বল। উমার সানদাল নামে পরিচিত। ইমাম আহমদ বলেন: সে পরিত্যাজ্য, এবং হাদীছের ক্ষেত্রে সে গ্রহণযোগ্য নয়, তার হাদীছও সহীহ নয়, তার সকল হাদীছ বাতিল অগ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী ও আবু হাতিম বলেন: " সে মুনকার"।

٦٦/٢٥٥١-إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ مِنْ بَيْتِهِ فَسَارَ ثَلاَثًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وكَانَ سَائِرُ أَيَّامِهِ دَرَجَاتٌ.

৬৬/২৫৫১। যখন হাজী তার বাড়ি থেকে বের হয়ে তিন দিনের পথ অতিক্রম করেন। সে তার পাপ সমুহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে গেলো যেন সেদিন তার মা তাকে জন্ম দিলো, এবং এরপর সমস্ত দিনসমুহের জন্য সম্মান রয়েছে ।

موضوع. رواه الديلمي (١/١/١٠٩) عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن تسعة أو ثمانية أخبروه عن أبي ذر مرفوعا. قلت: وهذا موضوع، آفته عبد الرحيم هذا، وهو كذاب كما قال يحيى بن معين.

হাদীছটি জাল বানোয়াট। দায়লামী (১/১/১০৯) আব্দুর রহিম বিন যায়েদ আল-আমী সে তার পিতা থেকে সে আট অথবা নয়জন হতে তারা সকলে আবু যার গিফারী থেকে মারফু সংবাদ দিয়েছেন। আমার মতে হাদীছটি জাল, এবং তার প্রধান সমস্যা আব্দুর রহিম নিজে। সে মিথ্যাবাদী ইয়াহয়া বিন মুঈনও অনুরুপ বলেছেন।

٦٧/٢٦٥٦- لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرَ غَزَوَاتٍ، وَلَغَزْوَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرَ حَجَّاتٍ.

৬৭/২৬৫৬। একবার হজ্জ করা দশবার আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও

উত্তম। একবার আল্লাহর পথে জিহাদ করা দশবার হজ্জ করার চেয়েও উত্তম।

ضعيف جدا. أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/١٢/٤٢٢٢) من طريق سعيد بن عبد الجبار : نا: أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز قال : حدثني مرداس الليثي عن أبي هيريرة مرفوعا. قلت وهذا إسناد ضعيف جدا . وفيه علتان : الأولي: سعيد بن عبد الجبار وهو الحمصي.قال النسائي: ليس بثقة.وكان جرير يكذبه. والأخري: عبد الله بن عبد العزيز وهو الليثي قال الذهبي : «ضعفوه»وفي التقريب: «ضعيف،واختلط بأخرة».

হাদীছটি মারাত্মক দুর্বল। বায়হাক্বী " শুআবিল ঈমান" (৪/১২/৪২২২) সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বারের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল আযিয আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযিয তিনি বলেন: আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মিরদাস আল-লাইছি তিনি আবু হুরায়রা থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতেঃ হাদীছটি দুটি কারণে দুর্বল। প্রথমতঃ সাঈদ বিন আব্দুল জাব্বার তিনি হিমস (সিরিয়ার একটি শহর)-র অধিবাসী। ইমাম নাসাঈ বলেন: সে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম জারির তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। দ্বীতিয়ত: আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযিয তিনি লাইছ বংশীয়। ইমাম জাহাবী বলেন: সকল মুহাদ্দীছগণ তাকে দুর্বল বলেছেন। " আত-তাক্বরীব" এ বলা হয়েছে: " তিনি দুর্বল,এবং অন্য হাদীছের সাথে মিশ্রণ ঘটান"।

٦٨/٢٦٨٢- اَلتَّضَلُّعُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

৬৮/২৬৮২। জমজমের পানি আকণ্ঠ পান করা মুনাফিকি হতে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম।

موضوع. أخرجه الأرزقي في« أخبار مكة» (٢٩١) من طريق الواقدي عن عبد الحميد بن عمران عن خالد بن كيسان عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله : فذكره. قلت: وهذا إسناد موضوع: آفته الواقدي فإنه كذاب.

হাদীছটি জাল। আরযুকী "আখবারে মাক্কা"এ ওয়াক্বীদির সূত্রে চয়ন করেছেন। তিনি আব্দুল হামিদ বিন ইমরান থেকে তিনি খালেদ বিন কায়সান থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ...। আমার মতে: এই হাদীছের ইসনাদ জাল এবং তার সমস্যা হলো আল-ওয়াক্বীদি স্বয়ং। কেননা সে মিথ্যুক।

٦٩/٢٦٨٣- نِعْمَ الْبِئْرِ بِئْرُ غَرْسٍ ؛هِيَ مِنْ عُيُوْنِ الْجَنَّةِ، وَمَاؤُهَا أَطْيَبُ الْمِيَاهِ.

৬৯/২৬৮৩। উত্তম কূপ হলো গারসের কূপ আর তা জান্নাতের কূপগুলোর অন্যতম, তার পানি সবচেয়ে পবিত্র।

موضوع. أخرجه ابن سعد في « الطبقات» (١/ ٥٠٤) : أخبرنا محمد بن عمر : أخبرنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم قال : قال رسول الله : فذكره. قلت : وهذا موضوع؛ آفته الواقدي فإنه كذاب ؛ وعاصم بن عبد الله الحكمي لم أعرفه.

হাদীছটি জাল। ইবনে সাদ " আত-ত্ববাকাত"এ (১/৫০৪) এ হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি বলেন আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মাদ বিন উমার তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আসেম বিন আব্দুল্লাহ আল-হুকামী তিনি উমার বিন হাকাম থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন। আমার মতে: এটা জাল। তার কারণ ওয়াক্বীদি সে মিথ্যুক ,এবং আমি আসেমকে চিনি না।

٧٠/٢٦٨٤- اَلْحَجَرُ الأَسْوَدُ نَزَلَ بِهِ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ.

৭০/২৬৮৪। হজরে আসওয়াদ আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা জমীনে নিয়ে এসেছেন।

موضوع. أخرجه الأرزقي في «أخبار مكة» (ص٢٣٢) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحي عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي به.قلت هذا موضوع وآفته إبراهيم هذا فإنه متهم بالكذب.

হাদীছটি জাল। যুরক্বী " আখবারে মাক্কা" (২৩২পৃঃ) ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়াহয়া আবু যুবাইর থেকে তিনি সাঈদ বিন জুবাইর থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে তিনি উবাই বিন কা'ব থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। আমার মতে: এটা জাল। তার সমস্যা ইবরাহিম। সে মিথ্যা বলার দোষে অভিযুক্ত।

٧١/٢٦٨٥- اَلْحَجَرُ فِي الأَرْضِ يَمِيْنُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي الْحَجَرِ فَقَدْ بَايَعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلاَّ يَعْصِيَهُ.

৭০/২৬৮৫। হজরে আসওয়াদ জমীনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাহমাত স্বরূপ। যে ব্যক্তি পাথরে হাত বুলাবে, সে আল্লাহ্র নিকট বায়আত করেন যে, সে আর তার অবাধ্য হবে না।

موضوع رواه أبو محمد القاري في حديثه (٢/٢٠٢/٢) عن أبي سالم الرواس العلاء بن مسلمة ثنا أبو حفص العبدي عن أبان عن أنس مرفوعا. قلت: قال فيه ابن حبان: «يرويه الموضوعات عن الثقات» وقال ابن طاهر: «كان يضع الحديث».

হাদীছটি জাল। আবু মুহাম্মাদ আল-ক্বারী তার হাদীছে (২/২০২/ ২) আবু সালেম আর-রাওয়াস আলা বিন মাসলামার সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আ-মাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু হাফস আল-আবদী আবান থেকে আনাস থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: তার ব্যাপারে ইবনে হিব্বান বলেছেন: "তিনি নির্ভরযোগ্যব্যক্তিদের পক্ষ হতে অনেক জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন"। ইবন ত্বাহের বলেন: "তিনি হাদীছ জাল করতেন"।

٧٢/٢٦٨٦- أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَي الأَرْضِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ : سِيْحُوْنَ وَهُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ ، وَجِيْحُوْنَ وَهُوَ نَهْرُ بَلْخَ، وَدَجْلَةُ وَالْفُرَاتُ وَهُمَا نَهْرَا الْعِرَاقِ، وَالنِّيْلُ وَهُوَ نَهْرُ مِصْرَ، أَنْزَلَهَا اللهُ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عُيُوْنِ الْجَنَّةِ مِنْ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِهَا عَلَي جَنَاحَيْ جِبْرِيْلَ فَاسْتَوْدَعَهَا الْجِبَالَ وَأَجْرَاهَا الأَرْضُ، وَجَعَلَ فِيْهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ فِيْ أَصْنَافِ مَعَايِشِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَي:(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ) فَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَي جِبْرِيْلُ فَرُفِعَ مِنَ الأَرْضِ الْقُرْآنَ، وَالْعِلْمَ كُلَّهُ، وَالْحَجَرُ مِنْ رُكْنِ الْبَيْتِ ، وَمَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ، وَتَابُوْتُ مُوْسَي بِمَا فِيْهِ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ الْخَمْسَةُ، فَيُرْفَعُ كُلُّ ذَلِكَ إِلَي السَّمَاءِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَي: (وَإِنَّا عَلَي ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُوْنَ)، فَإِذَا رُفِعَتْ هَذِهِ الأَشْيَاءُ مِنَ الأَرْضِ فَقَدَ أَهْلُهَا خَيْرَ الدِّيْنِ وَخَيْرَ الدُّنْيَا.

৭২/২৬৮৬। আল্লাহ পাক বেহেশত থেকে জমীনে পাঁচটি নদী জমীনে নামিয়ে দেন। (১) সিহুন-(সিন্ধু) যা ভারতে প্রবাহিত, (২) জিহুন- যা আফগানিস্তানের বালখ প্রদেশে প্রবাহিত, (৩) দাজলা (৪) ফোরাত- যা ইরাকে প্রবাহিত, এবং

(৫) নীল- যা মিশরে প্রবাহিত। আল্লাহ পাক তা জান্নাতের অসংখ্য কূপসমূহের একটির নিম্নদেশ হতে জিবরাঈল (আঃ)এর দুই পাখার উপর দিয়ে তা প্রবাহিত করেন। পাহাড়সমূহ হতে তা সংরক্ষণ করেন এবং জমীনে তা প্রবাহিত করান। এবং তাতে মানুষের জন্য অসংখ্য উপকারী জীবনোপকরণ দান করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:(এবং আমি আকাশ থেকে প্রয়োজনোপযোগী পানি অবতীর্ণ করেছি, এবং তা জমীনে তা স্থীর করেছি। যখন ইয়াজুজ মায়াজুজ বের হওয়ার সময় হবে আল্লাহ পাক জিবরাঈল (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি জমীন থেকে কুরআন, সমস্ত রকমের জ্ঞান, কা'বা থেকে হজরে আসওয়াদ, এবং মাকামে ইবরাহিম, মুসা (আঃ)-এর তাবুত এবং তার মাঝে যা আছে, এবং এই পাচঁটি নদী। তিনি এই সমস্ত কিছু আকাশে তুলে নিবেন। যেমন আল্লাহর বাণী(এবং আমি এই সকল বস্তু অপসারণে সক্ষম)। যখন এই সমস্তকিছু জমীন থেকে তুলে নেওয়া হবে তখন এর অধিবাসীরা দ্বীনের কল্যাণ ও দুনিয়ার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

موضوع. رواه ابن عدي في «الكامل» (١/٣٨٠)، والخطيب في « تاريخه» (١/٥٧-٥٨) عن مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال ابن عدي: «رواه مسلمة عن مقاتل، وهو غير محفوظ، بل هو منكر المتن» قلت: مسلمة بن علي - وهو الخشني- متهم بالكذب فالحديث موضوع، لوائح الوضع ظاهرة عليه.

হাদীছটি জাল। ইবনে আদী " আল-কামিল" (১/৩৮০),খতীব তার "তারিখ" (১/৫৭-৫৮)-এ মাসলামা বিন আলী তিনি মুকাতিল বিন হায়্যান তিনি ইকরামা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফু সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইবনে আদী বলেন:"মাসলামা বিন মুকাতিল তা বর্ণনা করেন এবং তিনি অসংরক্ষিত। বরং সে মতনের পরিবর্তন সাধনকারী। আমার মতে: মাসলামা বিন আলী –তিনি খুশানী বংশীয়- মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত, এবং হাদীছটিও জাল। এতদ্ব্যতীত হাদীছের ভাষাও জাল হওয়া স্পষ্ট করে তোলে।

٧٣/٢٧١٠- إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : اَلْمَسَاجِد، قُلْتُ: وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

৭৩/২৭১০। যখন তোমরা জান্নাতের উদ্যানসমূহ অতিক্রম করবে তখন তোমরা উৎফুল্লতা প্রকাশ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! জান্নাতের

উদ্যাণ কি ? তিনি বললেন: মসজিদসমূহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম আর উৎফূল্লতা কি? তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার।

ضعيف. أخرجه الترمذي (٢/ ٢٦٥) من طريق حميد المكي مولي ابن علقمة أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله فذكره.وقال : «هذا حديث حسن غريب». قلت : بل هو ضعيف؛ لأن حميدا هذا مجهول كما قال الحافظ.

হাদীছটি দুর্বল। তিরমীজি (২/২৬৫) হুমাইদ আল-মাক্কীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। তিনি ইবনে আলকামার আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। আতা বিন রাবাহ তাকে আবু হুরায়রার সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (স) তাকে বলেন:.। তিনি বলেন: এই হাদীছটি হাসান,গরীব। আমার মতে: বরং তা দুর্বল। কেননা ইবনে হাজারের মতেও হুমাইদ নামের লোকটি অজ্ঞাত।

٧٤/٢٧٣٤- ارْبِطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأَرْدِيَتِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِالْهَرْوَلَةِ.

৭৪/২৭৩৪। তোমরা তোমাদের চাদর দ্বারা তোমাদের শরীরের মধ্যাংশ বাধো। এবং তোমরা মধ্যম(হাটা এবং দৌড়ের মাঝামাঝি গতি) গতিতে চলো।

ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٣١١٩) وتمام الرازي في« الفوائد »(١/ ١٤٥) من طريق يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد قال :فذكره .ولفظ ابن ماجه والحاكم: «بأرزكم ومشي خلط الهرولة». وكذا قال تمام !إلا أنه شك وزاد فقال: «ومشى أو قال: مشينا خلط الهرولة حبي أتينا مكة». قلت : « هذاإسناد ضعيف، حمران بن أعين الكوفي قال فيه ابن معين: ليس بشيئ وقال النسائي: ليس بثقة.وقال الدميري:« انفرد به المصنف، وهو ضعيف منكر، مردود بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلي مكة».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে মাযাহ (৩১১৯) ইয়াহয়া বিন য়ামান হামযাহ বিন হাবিব আয-যায়্যাত হিমরান বিন আ'উন আবু তুফাইল থেকে আবু সাঈদ থেকে হাদীছটি চয়ন করেছেন। ইবনে মাযাহ ও হাকিম এর শব্দে"তোমরা তোমাদের কোমরকে বাধ এবং মধ্যম গতিতে হাটো"। তাম্মামও এরুপই বলেছেন তবে তিনি সন্দেহ করেছেন এবং অতিরিক্ত করেছেন "এবং তিনি চললেন, অথবা

আমরা মধ্যম গতিতে চলতে লাগলাম এভাবে আমরা মক্কায় পৌছলাম"। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। তাতে হিমরান বিন আ'উন আল-কুফী– তার সম্পর্কে ইবনে মুঈন বলেছেন: তিনি গ্রহণযোগ্য নন। নাসাঈ বলেন: নির্ভরযোগ্য নন। তবে হাদীছটি সহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিপরীত। কেননা নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনও মক্কা থেকে মদীনাতে পেয়ে হেটে যাননি।

٧٥/٢٧٤١- أَرْبَعٌ لاَ تُقْبَلُ فِي أَرْبَعٍ: نَفَقَةٌ مِنْ خِيَانَةٍ، وَلاَ سَرِقَةٍ، وَلاَ غُلُولٍ، وَلاَ مَالَ يَتِيْمٍ، لاَ يُقْبَلُ حَجٌ، وَلاَ عُمْرَةٌ، وَلاَ جِهَادٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ.

৭৫/২৭৪১। চারটি বস্তু চারটি বস্তুর কারণে গ্রহীত হয় না। খেয়ানতের মাল,চুরির মাল,বা অন্যায়ভাবে আত্মসাতকৃত মাল, ইয়াতীমের মাল হতে হজ্জের জন্য, উমরার জন্য, জিহাদের জন্য, এবং সাদকাহ-এর জন্য খরচ করলে তা গৃহীত হবে না।

ضعيف. أخرجه ابن عدي (٢/٣٣٧)، و الديلمي(١/١/١٦٩) عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ذكره ابن عدي في ترجمة الكوثر هذا وقال في آخرها:« وعامة مايرويه غير محفوظ». قلت :وقال أحمد: «أحاديثه بواطيل». وقال الدارقطني وغيره: «متروك».

হাদীছটি দুর্বল। ইবনে আদী (২/৩৩৭) এবং দায়লামী (১/১/ ১৬৯) কাওছার বিন হাকীম নাফে থেকে তিনি ইবনে উমার থেকে তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেন: অতপর তা উল্লেখ করেন। ইবনে আদী কাওছারের জীবনী উল্লেখ করে বলেন:" সে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করেছে তার অধিকাংশই অসংরক্ষিত"। আমার মতে: ইমাম আহমাদ বলেছেন: "তার হাদীছ সমূহ বাতিল (পরিত্যাজ্য), দারকুত্বনীসহ অন্যান্য ইমামগণ বলেন:" সে পরিত্যাজ্য।

٧٦/٢٧٤٩- أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ سَبْخَةً بَيْنَ ظَهْرَانَيْ حَرَّةٍ فَإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ هَجَراً، أَوْ تَكُوْنُ يَثْرِبَ.

৭৬/২৭৪৯। আমাকে স্বপ্নে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। আমার সম্মুখে উম্মুক্ত লবনাক্ত প্রান্তর। সেটা হাজারা হবে, নতুবা ইয়াছরিব।

ضعيف. أخرجه الحاكم (٣/ ٤٠٠) عن يعقوب بن محمد الزهري: ثنا حصين بن حذيفة :حدثني أبي وعمومتي عن سعيدبن المسيب عن صهيب قال:قال رسول الله فذكره.قال الذهبي في الحصين «مجهول». ويعقوب بن

محمد الزهري: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال:« ضعفه أبو زرعة، وقال أحمد :ليس بشيئ وقال الحافظ في «التقريب» «صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء».

হাদীছটি দুর্বল। হাকেম (৩/ ৪০০) ইয়াকুব বিন মুহাম্মাদ আয-যুহ্‌রীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন হুসাইন বিন হুযাইফা তিনি বলেন:আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ও আমার ফূফু সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব থেকে তিনি সুহাইব থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:।। ইমাম যাহাবী হুসাইন সম্পর্কে বলেন:" তিনি অজ্ঞাত"। ইয়াকুব বিন মুহাম্মাদকেও তিনি দুর্বলদের মাঝে গণ্য করেছেন। অতঃপর বলেন: আবু যুরআ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন: সে কিছুই নয়। হাফেয ইবনে হাজার "আত-তাক্বরীব"-এ বলেন:" তিনি সত্যবাদী, তবে অনেকের সন্দেহ রয়েছে এবং দুর্বল ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন"।

٧٧/٢٧٨٥- أَشْهِدُوْا هَذَا الْحَجَرَ خَيْراً فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ.

৭৭/২৭৮৫। এই পাথরকে (হজরে আসওয়াদ) ভাল কাজের সাক্ষী রাখো। কেননা কেয়ামতের দিন সে শুফারিশকারী হবে এবং তার শুফারিশ গ্রহণ করা হবে। তার একটি জিহবা ও দুইটি ঠোঁট থাকবে। যে ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করেছে সে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।

ضعيف. رواه الطبراني في «الأوسط» (١/١١٨/١) عن إسماعيل بن عياش :ثنا الوليد بن عباد عن خالد الحذاء عن عطاء عن عائشة مرفوعا. وقال : «لم يروه عن خالد إلا الوليد». قلت: قال الذهبي:« مجهول؛ قال ابن حبان: لا يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش».

হাদীছটি দুর্বল। তাবারণী " আল-আওসাত"(১/১১৮/১)এ ইসমাঈল বিন আয়্যাশের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল বিন আয়্যাশ তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ওলিদ বিন আয়্যাদ খালেদ আল-হায্যাঈ আতা থেকে তিনি আয়েশা থেকে মারফূ সূত্রে। অতঃপর তিনি বলেন:" খালেদ থেকে একমাত্র ওলিদ ব্যতীত আর কেহ হাদীছ বর্ণনা করেন নাই"। আমার মতে: " যাহাবীর মতে: " সে অজ্ঞাত, এবং ইবনে আদী বলেন: ইসমাঈল বিন আয়্যাশ ব্যতীত অন্য কেহ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন নাই"।

٧٨/٢٨٠٤- مَنْ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ، لَمْ يَعْرِضْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ.

৭৮/২৮০৪। যে ব্যক্তি মক্কার পথে মারা যাবে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার সম্মুখে তাকে পেশ করবেন না এবং তার থেকে হিসাবও গ্রহণ করবেন না।

موضوع. أخرجه الحارث في« مسنده » (٨٩-زوائده)، وابن عدي في« الكامل»(١/٣٤٢)، من طريق ابن الجوزي في «الموضوعات»(٢/٢١٧) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر عن جابر به مرفوعا. وأورده ابن عدي في ترجمة الكاهلي :«وهو في عداد من يضع الحديث». وقال ابن الجوزي:« لا يصح، والمتهم به إسحاق بن بشر، وقد كذبه ابن أبي شيبة، قال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث، قال يحيى بن معين: عائذ ضعيف.روي أحاديث مناكير. وقال ان عدي : تفرد به عائذ عن عطاء ، وقال ابن حبان:كان كثير الخطاء لا يحتج بما انفرد به».

হাদীছটি জাল। হারেছ তার "মুসনাদ"-এ (৮৯-অতিরিক্ত),ইবনে আদী "আল-কামিল"(১/৩৪২) ইবনে জাওযীর "আল-মাওযুআত"(২/২১৭)এর সূত্রে ইসহাক বিন বিশর আল-কাহিলীর সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আবু মাশআর মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির থেকে তিনি জাবির থেকে মারফূ সূত্রে। ইবনে আদী কাহীলির জীবনীতে বলেন:" যারা হাদীছ জাল করতো সে তাদের একজন"। ইবনে জাওযীর মতে:" হাদীছটি সঠিক নয়। ইসহাক বিন বিশর অভিযুক্ত, ইবনে আবি শায়বা তাকে মিথ্যুক বলেছেন। দারকুতনী বলেন: সে হাদীছ জালকারীদের একজন। ইয়াহয়া বিন মুঈন বলেন:"আয়েয দুর্বল সে অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেছে। ইবনে আদী বলেন: আয়েয আতা হতে একাকী বর্ণনা করেছে। ইবনে হিব্বান বলেন: সে অনেক ভূল করতো। সে যে হাদীছ একাকী বর্ণনা করবে তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

٧٩/٢٨٧٨- أَكْثِرُوْا اسْتِلاَمَ هذَا الْحَجَرَ، فَإِنَّكُمْ يُوْشَكُ أَنْ نَفْقَدُوْهُ بَيْنَمَا النَّاسُ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَطُوْفُوْنَ بِهِ إِذْ أُصْبَحُوْا وَقَدْ فَقَدُوْهُ، إِنَّ اللهَ لاَ يَنْزِلُ شَيْئًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَعَادَهُ فِيْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৭৯/২৮৭৮। তোমরা বেশী বেশী করে হজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করো।

কেননা হয়তোবা তোমরা তা হারিয়ে ফেলবে। একদা রাতের বেলায় মানুষেরা তাকে তওয়াফ করবে। কিন্তু সকালে তারা তাকে হারিয়ে ফেলবে। আল্লাহ্ পাক জান্নাত থেকে যে বস্তুই দুনিয়াতে অবতীর্ণ করেন না কেন কেয়ামতের পূর্বে তা আবার ফিরিয়ে নেবেন।

ضعيف. أخرجه الأرزقي في «أخبار مكة» (ص ٢٤٣- ٢٤٤) حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أبيه عن عائشة مرفوعا. قلت: أشار الحافظ إلي إعلاله بعثمان بن ساج، ولكنه لم يذكر من حاله شيئا؛ وقد قال في كتابه «التقريب»: «ضعيف». وزهير بن محمد -وهو الخراساني الشامي- وفيه ضعف أيضا.

হাদীছটি দুর্বল। আরযুক্বী তার "আখবারে মাক্কাহ"(৭৪৩-৭৪৪পৃঃ)তে হাদীছটি চয়ন করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন সালেম উসমান বিন সাজ থেকে তিনি যুহাইর বিন মুহাম্মাদ থেকে তিনি মানসুর বিন আব্দুর রহমান আল-হাজবী থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: হাফেয ইবনে হাজার এই হাদীছের সমস্যার প্রতি ঈঙিগত করেছেন। কিন্তু তার গ্রন্থে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য তিনি তার কিতাব" আত- তাক্বরীব"-এ বলেছেন:"দুর্বল" এবং যুহাইর বিন মুহাম্মাদ-খুরাসানী- সিরীয়- সেও দুর্বল।

٢٩٠٤/ ٨٠- اَلْزِمْ هذَا الْبَيْتَ وَلَوْ لَمْ تُصِبْ شَيْئًا تَأْكُلُهُ إِلاَّ الْمَسْكَ أَيِ الإِهَابُ.

৮০/২৯০৪। এই ঘর (কা'বা)-কে আকড়ে ধরো, যদিও তোমরা খাদ্যের জন্য চামড়াও জোটে তবু (তোমরা তাকে পরিত্যাগ করো না)।

ضعيف. رواه الديلمي (١/ ١/ ٥٤) عن حفص بن عمر : أخبرنا سعيد بن عمرو :حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي: أخبرنا أبو نعيم -بالشام- الصيرفي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال :قال خليلي أبو القاسم:فذكره. قلت: وهو إسناد مظلم.

হাদীছটি দুর্বল। দায়লামী(১/১/ ৫৪) হাফস বিন উমারের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সাঈদ বিন আমর তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-যুউফী তিনি বলেন আমাদের হাদীছের সংবাদ দিয়েছেন আবু নাঈম-

সিরীয়- আস-সায়রাফী আবু তুফাইল আমির বিন ওয়াছিলা থেকে তিনি বলেন, আমার বন্ধু আবুল কাসেম (সঃ) বলেন: অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন। আমার মতে: এই হাদীছের ইসনাদ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

٨١/٢٩١٨-اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ، وَإِلَيْكَ مَآبِيْ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَّاتِ الأَمْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تُجْبَى بِهِ الرِّيْحُ.

৮১/২৯১৮। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযি তাকূলু, ওয়া খায়রান মিম্মা নাকূলু। আল্লাহুম্মা লাকা সালাতি ওয়া নুসুকী, ওয়া মাহয়ায়া ওয়া মামাতী, ওয়া ইলাইকা মাআবী, ওয়া লাকা তুরাছী। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া ওয়াসওসাতিস সাদরি, ওশাত্তাতিল আমরি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা তুজবা বিহির রিইহু।

ضعيف. أخرجه الترمذي (٤/ ٢٦٥-٢٦٦-تحفة) من طريق قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي بن أبي طالب قال: «أكثر ما دعا به رسول الله عيشة عرفة في الموقف.....» فذكره، وقال الترمذي: «حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بقوي».قلت: وعلته قيس بن الربيع؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه.

হাদীছটি দুর্বল। ইমাম তিরমীজি (৪/২৬৫-২৬৬ তুহফাতুল আহওয়াযী) কায়েস বিন রাবী আগার বিন সাবাহ্ থেকে তিনি খালিফা বিন হুসাইন থেকে তিনি আলী বিন আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আলী (রাঃ) বলেন:" আরাফায় অবস্থানকালে সন্ধা বেলায় তিনি এই দোয়া বেশী বেশী করে করতেন" অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন। তিরমীজি বলেন: "এই দিক দিয়ে হাদীছটি দুর্বল এবং তার ইসনাদও শক্তিশালী নয়"। আমার মতে:" হাদীছের সমস্যা হলো কায়েস বিন রাবী। সে তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে দুর্বল।

٨٢/٢٩٣٤ -أُمِرَ جِبْرِيْلُ أَنْ يَنْزِلَ بِيَاقُوْتَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَهَبَطَ بِهَا، فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَ آدَمَ، فَتَنَاثَرَ الشَّعْرُ مِنْهُ، فَحَيْثُ بَلَغَ نُوْرُهَا صَارَ حَرَمًا.

৮২/২৯৩৪। জিবরাঈল (আঃ)কে আদেশ করা হলো যেন জান্নাত থেকে একটি ইয়াকুত পাথর নিয়ে জমীনে অবতীর্ণ হয়। তিনি তা নিয়ে জমীনে নেমে

আসলেন এবং সে তা আদম (আঃ)র মাথায় স্পর্শ করলেন। সেখান থেকে চুল গজাতে লাগলো। অতএব যতদুর পর্যন্ত তার আলো ছড়িয়ে পড়লো ততদুর পর্যন্ত হারাম বলে গণ্য হলো।

موضوع. أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٥٦/١٢) من طريق محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش: حدثنا الحسين بن حماد المقرئ - بقزوين-: حدثنا الحسين بن مروان الأنباري: حدثني محمدبن يحي المعاذي قال: قال يحيى بن أكثم في مجلس الواثق:والفقها ءبحضرته-: من حلق رأس آدم حين حج؟ فتعايا القوم عن الجواب، فقال الواسق: أنا أحضركم من ينبئكم بالخبر، فبعث إلي علي بن محمدبن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب، فأحضر، فقال: يا أباالحسن من حلق رأس آدم؟ فقال: سألتك بالله يا أمير المؤمنين إلا أعفيتني،قال : أقسمت عليك لتقولن، قال: أما إذ أبيت فإن أبي حدثني عن جدي عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : فذكره. قلت: وهذا موضوع. النقاش هذا- وهو المفسر- كذاب، ومن فوقه إلي المعاذي؛ لم أجد ترجمهم. وأما جعفر بن محمد وهو المعروف بالصادق؛ فهو ثقة فقيه إمام احتج به مسلم مات سنة (١٤٨)، فالحديث معضل أيضا ،ومتنه موضوع ظاهر الوضع.

হাদীছটি জাল। খতীব"তারিখ" এ (১২/৫৬) মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন যিয়াদ আল-মুক্বরী আন-নুক্কাশের সূত্রে হাদীছটি চয়ন করেছেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন হাম্মাদ আল-মুক্বরী কাযবীনী তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন মারওয়ান আনবারী। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন ইয়াহয়া মাআযী। তিনি বলেন: খলীফা ওয়াছেকের দরবারে ইয়াহয়া বিন আকছাম বলেন- ঐ সময় তার দরবারে ফুকাহাগণও উপস্থিত ছিলেন- আদম (আঃ) এর চুল কে ন্যাড়া করে দিয়েছে? সকলে তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হলো। তখন খলীফা ওয়াসেক বলেন: আমি এমন ব্যক্তিকে তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবো যে এই ব্যাপারে তোমাদের অবহিত করতে পারবে? অতপর তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন মুসা বিন জা'ফর বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবু তালেবের নিকট লোক পাঠালেন এবং তাকে উপস্থিত করালেন। অতঃপর তিনি বলেন: হে আবুল হাসান কে আদম (আঃ) মাথা ন্যাড়া করেছিলো? তখন তিনি বলেন: হে আমিরুল

মোমিনিন! আপনি, আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। তখন খলিফা বললেন, আপনি আপনার উপর আল্লাহর কসম করে বলছি যে, আপনি অবশ্যই তা বলবেন। তখন তিনি বলেন: তবে আমি বলতে অস্বীকৃত হবো না। আমার পিতা তার দাদা থেকে তার দাদা তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন নবী (সঃ) বলেছেন: । অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন।

আমার মতে: হাদীছটি জাল। নুক্কাশ তিনি মুফাসসির-মিথ্যুক। এবং তার উপরের সারির বর্ণনাকারী মাআযীর কোন জীবনী আমি পাই নাই। আলী বিন মুহাম্মাদ আল-উলঈ । খতীব তার জীবনী বর্ণনা করেছেন, তবে তার কোন প্রকারের দোষ ক্রটি বর্ণনা করেন নাই। তার পিতা মুহাম্মাদ বিন আলী তার কোন জীবনী আমি খুঁজে পাই নাই। তার দাদা আলী বিন মুসা আল-উলঈ, তার সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজারের মত:" তিনি সত্য তবে তার থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছে তারা গন্ডগোল বাধিয়েছে"। মুসা বিন জা'ফর বিন মুহাম্মাদ তিনি সত্যবাদী। জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আস-সাদেক নামে প্রসিদ্ধ। তিনি নির্ভরযোগ্য, ফক্বীহ, ইমাম, তিনি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। ১৪৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এ ছাড়াও হাদীছটি ভ্রান্তিপূর্ণ। মতন (হাদীছের ভাষ্য)ও প্রকাশ্য জাল।

٨٣/٢٩٤٢- أُمِيْرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيْرَيْنِ: اَلرَّجُلُ يَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ فَلاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَالْمَرْأَةُ تَكُوْنُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيْضُ فَلاَ يَنْفِرُوْا حَتَّى تَطْهُرَ .

৮৩/২৯৪২। দুইজন আমির প্রকৃত আমির তারা নন। একজন যে জানাজার অনুসরণ করে, সে অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে ফিরতে পারবে না। অন্যজন মহিলা সে কোন দলের সাথে আছে অতপর তার মাসিক হয়ে গেলো তবে সে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তারা যাত্রা করতে পারবে না।

ضعيف: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٢٨٧/٣) من طريق عمرو بن عبد الجبار العبدي- ابن أخي عبيدة بن حسان- عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: «عمرو هذا لا يتابع علي حديثه».وقال ابن عدي (١٤١/٥) «أحاديثه كلها غير محفوظة». ثم قال العقيلي:« هذا يروي بأسناد معل».

হাদীছটি দুর্বল। উকায়লী " আয-যুআফা"-তে (৩/২৮৭) আমর বিন আব্দুল জাব্বার আবদী উবায়দাহ বিন হাসানের ছেলের সূত্রে চয়ন করেছেন। ইবনে শিহাব থেকে তিনি ইয়াহয়া বিন সাঈদ থেকে তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব থেকে

তিনি আবু হুরায়রা থেকে। অতপর বলেন "আমর তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে আদী বলেন: তার সমস্ত হাদীছ অসংরক্ষিত। তারপর উকায়লী বলেন: আমর দোষযুক্ত ইসনাদে হাদীছ বর্ণনা করেন"।

٢٩٤٩/٨٤- أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، ثُمَّ أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ آتِي أَهْلُ الْبَقِيْعِ فَيَحْشُرُوْنَ مَعِيْ، ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتّي أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ.

৮৪/২৯৪৯। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে যমীন থেকে উঠানো হবে। তারপর আবু বকর(রাঃ)-কে,.তারপর উমার(রাঃ)-কে অতঃপর বাকীর সকলকে তারা আমার সাথে একত্রিত হবে, তারপর আমি মক্কার লোকদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো, এমনকি মক্কা ও মদীনার মধ্যকার সকলকে উঠানো হবে।

ضعيف. رواه الترمذي (٣١٧/٤) عن عبد الله بن نافع الصائغ: نا عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. قلت: عاصم هو أخو عبد الله ؛ ضعفوه ».وأما الترمذي فقال:«حديث حسن غريب، وعاصم ليس عندي بالحافظ ولا عند أهل الحديث».

হাদীছটি দুর্বল। তিরমীজি হাদীছটি (৪/৩১৭) আব্দুল্লাহ বিন নাফে সায়েগের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদের আসেম বিন উমার আল-আমরী আব্দুল্লাহ বিন দিনার তিনি ইবনে উমার থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: আসেম সে আব্দুল্লাহ্‌র ভাই। সকল ইমাম তাঁকে দুর্বল বলেছেন। তিরমীজি বলেন: হাদীছটি হাসান গরীব, এবং আসেম সে আমার নিকট এবং মুহাদ্দীছ গণের নিকট সঠিক বলে গ্রহণযোগ্য নন।

٢٩٥٤/ ٨٥-أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيْكَ فَحَجَّ عَنْهُ.

৮৫/২৯৫৪- তুমি তোমার বাবার বড় ছেলে, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

ضعيف. أخرجني النسائي(٢/ ٥) من طريق منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير : أن النبي قال لرجل: ... » فذكره. وفي رواية للنسائي : جاء رجل من خثعم إلي رسول الله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب، وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال :نعم، قال: « أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه، قال: نعم، قال : فحج عنه». قلت: يوسف بن الزبير لم يوثقه غير ابن حبان

وروي عنه بكر بن عبد الله المزني أيضا، وقال ابن جرير : «مجهول لا يحتج به» وأما قال الذهبي: هذا حديث صحيح الإسناد » قلت كذا قال، ولم يمل القلب إليه، فإن الحديث محفوظ في «الصحيحن» وغيرهما دونهذه الزيادة« أنت أكبر..» فهي منكرة أو شاذة. والله أعلم.

হাদীছটি দুর্বল। হাদীছটি নাসাঈ (২/৫) মানসুর মুজাহিদ থেকে তিনি ইউসুফ বিন যুবাইর থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন:.... অতপর তিনি উল্লেখ করলেন। নাসাঈ-র বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে: এক খুছআম বংশীয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-র নিকট আসে। সে বললঃ আমার বাবা বৃদ্ধ এবং তার বয়সও অনেক হয়েছে। সে পশুতে আরোহনে অক্ষম। এবং তার জন্য হজ্জ ফরযও হয়ে গেছে। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করি তবে তা তার পক্ষ থেকে কি আদায় হয়ে যাবে? নবী (সঃ) বললেন: তুমি তোমার বাবার বড় ছেলে? সে বলল:হ্যাঁ। তিনি (সঃ) বললেনঃ তোমার কি মনে হয়,যদি তার উপর কোন ঋণ থাকে তবে কি তা তুমি আদায় করে দেবে না? সে বললঃ হ্যাঁ। তিনি (সঃ) বললেনঃ তবে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দাও। আমার মতেঃ ইবনে হিব্বান ব্যতীত অন্য সকলে ইউসুফ বিন যুবাইরকে নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে মনে করেন না। ইবনে জারির বলেনঃ সে অজ্ঞাত। তার কোন কিছু প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে ইমাম যাহাবী বলেনঃ হাদীছটি সহী সনদে বর্ণিত। আমার মতেঃ সে যথার্থ বলেছে, এবং অন্তরও সে বিষয়ে ধাবিত হচ্ছে না কেননা এই হাদীছটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্য কিতাবেও এই অতিরিক্ত অংশ ব্যতীত সংরক্ষিত রয়েছে।" তুমি তোমার বাবার বড় ছেলে" কেননা সেটা মুনকার বা একেবারে দুর্বল।

٨٦/٣٠٥٤- إِنَّ اللّٰهَ تَعَالي بَاهي بِالنَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ عَامًا وَبَاهي بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً.

৮৬/৩০৫৪। আল্লাহ পাক আরাফার দিন সকলব্যক্তিকে ব্যাপকভাবে অভিন্দন জানান,আর হযরত উমার বিন খাত্তাব (রা)-কে বিশেষভাবে অভিন্দন জানান।

باطل. رواه الجرجاني (١٢٩) عن بكر بن سهل الدمياطي :حدثنا عبد الغني بن سعيد :حدثنا موسي بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا. وذكر السيوطي في «الزيادة علي الجامع الصغير»(ق ١/٣٦) من رواية ابن عساكر، وابن الجوزي في «الواهيات» بزيادة: «وما في السما

ملك إلا وهو يوقر عمر، وما في الأرض شيطان إلا وهو يفر من عمر». وقال ابن عدي في ترجمة موسي بن عبد الرحمن: « يعرف بأبي محمد المفسر، منكر الحديث»،ثم ساق له أحاديث ، هذا أحدها ثم قال: « لا أعلم له أحاديث غير ما ذكرت، وهي أباطيل». وقال الذهبي:«ليس بثقة، وقال ابن حبان فيه: دجال، وضع علي ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير».

হাদীছটি বাতিল (পরিত্যাক্ত)। হাদীছটি জুরজানী (১২৯) বাকর বিন সাহল দীময়াতীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আব্দুল গণী বিন সাঈদ, তিনি বলেন: আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুসা বিন আব্দুর রহমান ইবনে জুরাইজ থেকে তিনি আতা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সূত্রে। আল্লামা সূয়ুতী এই হাদীছটি "আয-যিয়াদাহ আল-জামেউস সগীর" (ক্বফ-৩৬/১) ইবনে আসাকিরের সূত্রে এবং ইবনে জাওযী "আল- ওয়াহিয়াহ"-তে এই অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেন: "এবং আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতা উমার (রা)-কে সম্মান করেন, আর দুনিয়ার প্রত্যেক শয়তান উমার কে দেখে পলায়ন করে।" ইবনে আদী মুসা ইবনে আব্দুর রহমান সম্পর্কে বলেন: সে আবু মুহাম্মদ আল-মুফাস্সির নামে পরিচিত। মুনকারুল হাদীছ। তারপর তার বর্ণিত আরো কিছু হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে এটিও একটি। তারপর বলেন: " আমার আলোচিত হাদীছ ছাড়া আর কোন হাদীছ আমার জানা নেই এবং তার সবগুলিই বাতিল"। যাহাবী বলেন:নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনে হিব্বান বলেন: দাজ্জাল, তিনি তার লিখিত তাফসীরে ইবনে আব্বাসের বরাতে অনেক বানোয়াট কথা বর্ণনা করেছেন।

٣١١٤/٨٧- إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِيْ بِالطَّائِفِيْنَ مَلاَئِكَتَهُ.

৮৭/৩১১৪। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাওয়াফকারীদের অভিন্দন জানান।

ضعيف. رواه أبو يعلي في «مسنده»(٣/١١٣٣)، وابن عدي (٣١٦/٢)، وأبو نعيم في (٢١٦/٨) عن عائذ بن نسير عن عطاء عن عائشة مرفوعا وقال ابن عدي: «حديث غير محفوظ».قلت: وعلته عائذ بن نسير هذا، قال ابن معين : حديثه ضعيف، كما رواه عنه العقيلي في «الضعفاء» (ص٣٤٢) وابن عدي.

হাদীছটি দুর্বল। আবু ইয়ালা " মুসনাদ"এ (৩/১১৩৩) ইবনে আদী (২/৩১৬), আবু নঈম (৮/২১৬) আয়েয বিন নুসাইর আতা থেকে তিনি আয়েশা থেকে মারফূ সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। ইবনে আদী বলেন: হাদীছটি অসংরক্ষিত। আমার মতে: এর কারণ আয়েয। ইবনে আদী বলেন: তার হাদীছ দুর্বল। ইবনে উকায়লীও ইবনে আদী হাদীছটি "আয- যুআফা"(৩৪২পৃঃ) বর্ণনা করেছেন ।

٨٨/٣١٤٤- خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمُ الْجُمْعَةَ، وَهُوَ أُفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرِهَا.

৮৮/৩১৪৪। জুমআর দিনে আরাফা হলে তা সর্বোত্তম দিন যেদিন সুর্যোদয় হয়। জুমআর দিনের হজ্জ অন্য দিনের হজ্জের তুলণায় সত্তর গুণ বেশী উত্তম।

باطل لا أصل له. قال الحافظ في «الفتح»(٤/٢٠٤) بعد أن عزاه لرزين في « جامعه» مرفوعا. «لا أعرف حاله. لأنه لم يذكر صحابيه، ولا من أخرجه.وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء «فضل يوم عرفة» : « حديث: وقفه الجمعة يوم عرفة أنها تعدل ثنتين وسبعين حجة، حديث باطل لا يصح ،وكذلك لا يثبت ما روي عن زر بن حبيش أنه أفضل من سبعين حجة من غير يوم جمعة»

বাতিল। এর কোন ভিত্তি নেই। ইমাম হাফেয "আল-ফাতহ"(৮/২০৪) এ রাযীনের সূত্রে। তিনি বলেন:" আমরা তার অবস্থা জানি না। কেননা সে কোন সাথীর নামোল্লেখ করেন নাই,এবং যার নিকট থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তার নামও উল্লেখ করেন নাই। অনুরুপভাবে ইবনে নাসিরুদ্দীন দিমাশকী তার "আরাফার দিনের ফযিলত"এর অধ্যায়ে এই হাদীছটি চয়ন করেন।"আরাফার দিন জুমআর দিন হলে তা বাহাত্তর হজ্জের চেয়েও উত্তম। হাদীছটি বাতিল তা সহীহ নয়। অনুরুপ "যার বিন হুবাইশ" থেকে বর্ণিত হাদীছটিও সহীহ নয়।" জুমআর দিন ব্যতীত অন্যদিনের তুলনায় সত্তর গুণের চেয়েও উত্তম।

٨٩/٣١٧٨- إِنَّ « الْعَشْرَ» عَشْرُ الأَضْحي ، وَ« الْوَتْرِ» يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَ«الشَّفْعِ» يَوْمِ النَّحْرِ.

৮৯/৩১৭৮। নিশ্চয় "দশ" হচ্ছে যিলহাজ্জের প্রথম দশদিন, এবং বেজোর হচ্ছে আরাফার দিন, এবং " জোর" হচ্ছে কুরবাণীর দিন। (সূরা ফজরের প্রথম তিন আয়াতের তাফসীর)

منكر. أخرجه أحمد(٣/ ٣٢٧) وابن جرير في « التفسير»(٣٠/ ١٠٨) والبزار (٢٢٤ص زوائده) من طريق زيد بن الحباب :ثنا عياش بن عقبة : حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا قال البزار: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد.ورجاله ثقات غير أن أبا الزبير مدلس فهي علة الإسناد.

হাদীছটি মুনকার: ইমাম আহমাদ (৩/৩২৭), ইবনে জরীর "আত-তাফসীর" (৩০/১৮০), বাযযার (২২৪পৃঃ অতিরিক্ত) যায়েদ বিন হাব্বাবের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আয়্যাশ বিন উকবাহ। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন খায়র বিন নঈম তিনি আবু যুবাইর থেকে তিনি জাবের থেকে মারফূ সনদে। বাযযার বলেন: এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে তাকে আমরা জানি না। আমার মতে: তার সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে আবু যুবাইর তিনি মুদাল্লিস।

٣٣٤٦/ ٩٠- إِنِّيْ دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا أَنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَي أُمَّتِيْ (مِنْ بَعْدِيْ).

৯০/৩৩৪৬। আমি কা'বাতে প্রবেশ করলাম. যদি যা পরে জেনেছি তা আগে জানতে পারতাম তবে কা'বাতে প্রবেশ করতাম না। আমি ভয় করছি যে, আমি আমার উম্মতের উপর আমার পরে তা তাদের জন্য বোঝা স্বরুপ করে দিয়েছি।

ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٢٩)، والترمذي (١/ ١٦٥)، وابن ماجه(٣٠٧٤)، والحاكم (١/ ٤٧٩)، والبيهقي (٥/ ١٥٩)، وأحمد (٦/ ١٥٩) كلهم من طريق إسماعيل بن عبد المالك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة : أن النبي خرج من عندنا مسرور، ثم رجع إليها وهو كثيب فقال :..... فذكره. قلت: وإسماعيل بن عبد المالك صدوق كثير الوهم :

দুর্বল: হাদীছটি আবু দাউদ (২০২৯), তিরমীজি(১/১৬৫), ইবনে মাজাহ (৩০৬৪) হাকেম (১/৪৭৯), বায়হাক্বী (৫/১৫৯), আহমাদ(৬/১২৭) প্রত্যেকে ইসমাঈল বিন আব্দুল মালেক তিনি আবব্দুল্লাহ বিন আবু মুলাইকাহ থেকে তিনি আয়েশা থেকে হাদীছটির সনদ বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন: নবী (সঃ) আমাদের নিকট থেকে খুশী মনে বের হলেন, তার পর যখন তিনি ফিরে আসলেন তাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। অতঃপর তিনি উপরোক্ত কথা বললেন:....। আমার মতে: ইসমাঈল বিন আব্দুল মালিক তিনি সত্যবাদী, তবে সন্দেহযুক্ত।

٣٤٠٤/٩١- تَعَلَّمُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ دِيْنِكُمْ.

৯১/৩৪০৪। তোমরা তোমাদের হজ্জ সংক্রান্ত আমল গুলি শিখে নাও। কেননা সেটা তোমাদের দ্বীনের অংশ।

ضعيف. رواه الديلمي (٢٨/١/٢) من طريق الطبراني : حدثنا الحسين بن المتوكل :حدثنا سريج بن النعمان : حدثنا جعفر بن يزيد عن عبادة بن نسي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. قلت وهذا سند ضعيف، وجعفر بن يزيد لم أعرفه والحسين بن المتوكل- وهو ابن أبي السري - ضعيف.

হাদীছটি দুর্বল: দায়লামী (২/১/২৮) ত্বাবারণীর সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন হুসাইন বিন মুতাওয়াক্কিল। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সুরাইজ বিন নোমান তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন জা'ফর বিন ইয়াযিদ তিনি উবাদাহ বিন নুসাঈ থেকে তিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই সনদ দুর্বল। জা'ফর বিন ইয়াযিদ আমি তাকে চিনি না। এ ছাড়া হুসাইন সে ইবনে আবিস সারিঈ নামে পরিচিত- দুর্বল।

٣٤٨٠/٩٢- حَجُّوا تَسْتَغْنُوا وَسَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَنَاكَحُوا تُكَثِّرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمُ الأُمَمَ

৯২/৩৪৮০। তোমরা হজ্জ করো ধনী হবে, তোমরা ভ্রমণ করো সুস্বাস্থের অধিকারী হবে, তোমরা বিবাহ করো সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। নিশ্চয়ই আমি কেয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতের মধ্যে তোমাদের সংখ্যাধিক্যে গর্ববোধ করবো।

ضعيف. رواه الديلمي (٨٣/٢) عن محمد بن سنان بن يزيد القزاز : حدثنا محمد بن الحارث الحارثي :حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا.قلت وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن عبد الرحمن البيلماني متروك أبوه عبدالرحمن ضعيف، ومثله محمد بن سنان القزاز.

হাদীছটি দুর্বল: দায়লামী (২/৮৩) মুহাম্মাদ আল-কায্যাযের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ আল-হারেছী। তিনি বলেনআমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-বায়লামানী তিনি তার পিতা থেকে তিনি ইবনে উমার থেকে মারফূ সনদে বর্ণনা করেন। আমার মতে: এই সনদ অত্যাধিক দুর্বল। মুহাম্মাদ আল- বায়লামান "পরিত্যাজ্য"। তার পিতা আব্দুর রহমান, মুহাম্মাদ আল-কায্যায দুর্বল।

٩٣/٣٤٨١- حَجَّةٌ قَبْلَ غَزْوَةٍ أُفْضَلُ مِنْ خَمْسِيْنَ غَزْوَةٍ وَغَزْوَةٌ بَعْدَ حَجَّةٍ أُفْضَلُ مِنْ خَمْسِيْنَ حَجَّةً وَلَمَوْقِفُ سَاعَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً.

৯৩/৩৪৮১। আল্লাহর পথে যুদ্ধে শামিল হওয়ার পূর্বে হজ্জ করা পঞ্চাশটি যুদ্ধের চেয়েও উত্তম, এবং হজ্জের পর যুদ্ধে শরীক হওয়া পঞ্চাশটি হজ্জের চেয়েও উত্তম। আল্লাহর পথে একঘন্টা অবস্থান করা সত্তর হজ্জের চেয়েও উত্তম।

ضعيف جدا ، أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(١٨٨/٥) عن الطبراني بسنده عن محمد بن عمر الكلاعي ثنا مكحول عن بن عمر مرفوعا: وقال غريب من حديث مكحول وابن عمر لم نكتبه إلا من حديث الكلاعي.قلت منكر الحديث جدا كما قال ابن حبان ومكحول عن ابن عمر منقطع كما قال أبو زرعة.

মারাত্মক দুর্বল: হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু নঈম "আল-হুলিয়্যা"-তে (৫/১৮৮) ত্বাবারণীর সনদে মুহাম্মাদ বিন উমার আল-কালাঈর সূত্রে। আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেন মাকহুল তিনি ইবনে উমার থেকে মারফূ সনদে।এবং বলেন: এই হাদীছটি ইবনে উমার এবং মাকহুলের বর্ণনায় অপরিচিত। এই হাদীছটি এই সনদে আল-কালাঈ ব্যতীত অন্য কেহ লিখে নাই। আমার মতে: সে অত্যাধিক মুনকার হাদীছবর্ণনাকারী। যেমন ইবনে হিব্বান বলেন: ইবনে উমার হতে সনদ বর্ণনায় মাকহুল বর্ণিত হলে তা বিচ্ছিন্ন সনদ।

٩٤/٣٤٨٨- حِجَجٌ تَتْرى وَعُمَرٌ نُسُقٌ تُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يُنْفِيْ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدُ.

৯৪/৩৪৮৮। বারবার হজ্জ করা এবং সুসজ্জিত ভাবে উমরাহ পালন পাপসমূহ এবং দারিদ্রতাকে দূর করে যেমন আগুনের ভাট্টি লোহার মরিচা দুর করে দেয়।

ضعيف. رواه الديلمي (٩٢/٢) من طريق الدارقطني بسنده عن محمد بن أبي حميد عن عامر بن عبد الله بن الزبيرقال محمد : لا أعلم إلا عن عروة- عن عائشة مرفوعا.قلت وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن أبي حميد ضعيف.

দুর্বল: দায়লামী দারাকুত্বনীর বর্ণনায় মুহাম্মাদ বিন আবু হুমাইদ থেকে সে আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর থেকে এই সূত্রে বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ বলেন: আমি জানি না যে উরওয়া আয়েশা থেকে মারফূ সনদে এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয়েছে কিনা। আমার মতে:এই সনদ দুর্বল কেননা মুহাম্মাদ বিন আবু হুমাইদ দুর্বল।

٩٥/٣٤٩٩- اَلْحَاجُّ الرَّاكِبُ لَهُ بِكُلِّ خُفٍّ يَضَعُهُ بَعِيْرُهُ حَسَنَةٌ وَالْمَاشِيْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا سَبْعُوْنَ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ.

৯৫/৩৪৯৯। আরোহী হাজী তার পশুর প্রত্যেকটি পদক্ষেপে একটি করে এবং পদব্রজে হজ্জ পালনকারী প্রত্যেকটি কদমে সত্তরটি সওয়াবের অধিকারী হবে। যে সওয়াব পবিত্র মক্কা শরীফে আমল করলে পাওয়া যায়।(লক্ষ গুণ বেশী)

ضعيف جدا. أخرجه الديلمي (٢/٩٨) عن عبد الله بن محمد بن ربيعة: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن مسيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا.قلت:وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن مسلم الطائفي ضعيف سيئ الحفظ.وعبد الله بن ربيعة وهو القدامي- ضعيف جدا قال الحاكم والنقاش: « روى عن مالك أحاديث موضوعة».

মারাত্মক দুর্বল: হাদীছটি দায়লামী (২/৯৮) আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন রাবিয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আত-ত্বায়েফী ইবরাহিম বিন মাসিরা থেকে তিনি সাঈদ বিন জুবাইর থেকে তিনি ইবনে আব্বাস থেকে মারফূ সনদে। আমার মতে:এই সনদ মারাত্মক দুর্বল। কেননা মুহাম্মাদ বিন মুসলিম দুর্বল, এবং তার স্মরণশক্তিও মন্দ। এবং আব্দুল্লাহ বিন কুদামাহ মারাত্মক দুর্বল। হাকেম এবং নুক্কাশ বলেন:" ইমাম মালেক(রা-র পক্ষ থেকে অনেক হাদীছ বানিয়ে বর্ণনা করেছে"।

٩٦/٣٥٠٠- اَلْحَاجُّ فِيْ ضِمَانِ اللهِ مُقْبِلاً وَمُدْبِراً فَإِنْ أَصَابَهُ فِيْ سَفَرِهِ تَعَبٌ أَوْ نَصَبٌ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِذٰلِكَ سَيِّئَاتِهِ وَكَانَ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَبِكُلِّ قَطْرَةٍ تُصِيْبُهُ مِنْ مَطَرٍ أَجْرُ شَهِيْدٍ.

৯৬/৩৫০০। হাজী অগ্রে পশ্চাতে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। যদি তার এই সফরে সে ক্লান্ত বা অসুস্থ হয়ে যায় তবে তার পরিবর্তে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করে দেন। এবং তার প্রত্যেক কদমে তাকে হাজার মর্তবায় উঠানো হয়,এবং প্রত্যেক বৃষ্টির ফোঁটা যা তাকে স্পর্শ করবে তার বদলে তাকে একজন শহীদের সমান সওয়াব দেয়া হবে।

موضوع: أخرجه الديلمي (٢/٩٨) عن عبد الله بن محمد بن يعقوب : حدثنا العباس بن عبد العزيز القطان : حدثنا سليمان بن عبد الله بن يحي بن

سعيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعا.قلت وهذا موضوع ؛آفته عبد الله بن محمد بن يعقوب - وهو الحارثي - قال أبو سعيد الرواس:«يتهم بوضع الحديث»وهو الذي جمع مسندا لابي حنيفة رحمه الله تعال.

জাল (বানোয়াট): দায়লামী (২/৯৮) হাদীছটি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুবের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন আববাস বিন আব্দুল আযিয আল-ক্বাত্তান। তিনি বলেন আমাদের হাদীছ বর্ণনা করেছেন সুলায়ামান বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহয়া বিন সাঈদ খালিদ বিন মে'দান থেকে তিনি আবু উমামাহ থেকে মারফূ সূত্রে। আমার মতে: এই হাদীছটি জাল। তার কারণ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব -আল-হারেছী। আবু সাঈদ আর-রাওয়াস বলেন:“ হাদীছ জাল করার দায়ে অভিযুক্ত। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা নামে কিতাবের হাদীছ একত্রিত করেন। এ ছাড়া আব্বাস বিন আব্দুল আযিয তাকে আমি চিনি না। এবং সুলায়মানও অজ্ঞাত। এছাড়াও হাদীছের ভাষাও জাল বলে প্রতীয়মান হয়।

আল্লাহর অশেষ রহমাতে হজ্জের যাবতীয় যঈফ ও জাল হাদীছের সংকলন লিপিবদ্ধ করা হলো। আল্লাহ আমার এই মেহনত কবুল করুন। এবং জাযায়ে খায়ের হিসেবে আমার আমার আমল নামায় গৃহীত হোক । আমীন।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মোহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর।

أحجك صحيح؟

رسالة : فى الاحاديث الضعيفة والموضوعة

الجمع والترتيب : ظهور الحق زيد

تحت رعاية : أكرم الزمان بن عبدالسلام

الليسانس: الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة